ওঁ

ধর্ম্ম সমন্বয়

বা

পন্থা

চতুর্থ ভাগ পন্থী সম্প্রদায়।

শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর আদেশে

শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক

কর্ত্তৃক উদ্ভাসিত।

ধর্ম্ম সমন্বয় সঙ্ঘ

৪৫ নং বিডন ষ্ট্রীট (যজ্ঞগৃহ)

কলিকাতা।

সন ১৩৩৪ সাল।

।৷।

মূল্য ।০ আনা

Acc 22584 ২৩।৯।৭২ [handwritten]

সুচীপত্র।

—:**:—

ভ্রম সংশোধন।

শুদ্ধ	অশুদ্ধ
অনন্তের	অন্তরের

Theosophy বা ব্রহ্মবিদ্যা

পঞ্চযজ্ঞ।
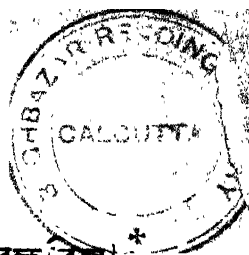
বর্ত্তমান সময়ে ক্রিয়াকাণ্ডের উপর প্রায় অনেকেই বীতশ্রদ্ধ। জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনাই একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করেন। কিন্তু তাঁহারা কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া সম্যক্ ফল লাভ করিতে পারেন না। সাধনের যে ক্রম আছে, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া কেহই সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই। Mrs Besant আমাদের এই সাধনার অভাব দেখিয়া কি অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম ও মহর্ষি মনুর অতি সামান্য মাত্র আভাস আমরা এই প্রবন্ধে দিবার চেষ্টা করিব মাত্র। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীর নেত্রী শ্রীমতী বেশান্ত পঞ্চযজ্ঞ সম্বন্ধে তাঁহার Path of Descipleship এ যাহা বলিয়াছেন তাহারই মর্ম্ম মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

মনুষ্য মাত্রেই জাগতিক নিয়মের অধীন। নিয়ম অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে কেহই স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারে না। মনুষ্য কেবলমাত্র বাহ্য জগতের উপাদান লইয়া সৃষ্ট হয় নাই। বাহ্য স্থূল জগতের উপাদানে তাহার স্থূল শরীর বিনির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার অন্যান্য শরীরও ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম ও কারণ উপাদান হইতে গৃহীত হইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। আমাদের — শরীরকে রক্ষার জন্য যেমন তাহা আহার দ্বারা পোষণ ... [illegible] এবং তাহার স্থৈর্য্যের জন্য যেমন পূ... [illegible] ... করিবার শক্তি প্রকৃষ্ট হইয়া থাকি; সেইরূপ ... পূর্ব্বক অর্থাৎ ক্রমে

জানিতে হইবে। অন্যান্য শরীরের রক্ষা ও পুষ্টাধান সম্বন্ধে যেমন সাবধান ও সতর্কিত আবশ্যক। ঋষি, দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য ও ইতর প্রাণী নিচয় ইহাদের সকলের সহিত আমাদের সম্বন্ধ। জগতের এই সকলেই এক পরিবার ভুক্ত। একান্নবর্ত্তী পরিবারে যেমন, সকলের সহানুভূতির পরিচালনায় সকলের শান্তি সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হয়; সেইরূপ ঋষি, পিতৃ দেবতা, মনুষ্য ও ভূত সংঘ ইহাঁদের পরস্পরের ভাবনা দ্বারা পরস্পর পরম শ্রেয় লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের সর্বাবয়ব মধ্যে কোন অঙ্গে আঘাত লাগিলে যেমন সর্বাঙ্গে তাহা অনুভূত হয়, কোন অঙ্গ যেমন অন্যান্য অবয়ব হইতে স্বতন্ত্র পৃথক নহে, আমরাও সেইরূপ জগতের মধ্যে ঋষি দেব পিত্রাদিগণ হইতে পৃথকভাবে থাকিতে পারি না। আমরা যে শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছি, তাহা পৃথিবী জাত পদার্থ হইতে বিনির্মিত। এই সংঘাত শরীর ক্ষিত্যাদি হইতে জাত, এবং ক্ষিত্যাদি কর্ত্তৃক রক্ষিত, বর্দ্ধিত ও পুষ্ট। আমরা যাঁহার দ্বারা, রক্ষিত ও পুষ্ট হইতেছি, তাঁহার নিকট আমরা ঋণে আবদ্ধ হইয়াছি। সেই ঋণ পরিশোধ জন্য আমাদের যে কর্ত্তব্য তাহাই দেব ঋণ। তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে স্বার্থত্যাগ তাহাই দেব যজ্ঞ। আমাদের পক্ষে দেবতাগণকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিবার অধিকার না থাকায়, "অগ্নির্বৈ দেবতামুখং" বলিয়া অগ্নিকে দেবগণের মুখ জানিয়া তাহাতে হবন কারণে তাহা দেবগণের নিকট পৌঁছিবে। অগ্নির দ্বারা স্থূলবস্তু ভস্ম হইয়া সূক্ষ্মরূপে পরিণত হয়। তাহার দ্বারা বিশ্বে, যত প্রকার গণদেবতা, উপদেবতা ও [illegible] বন্ধ। ইন্দ্রাদি মূল দেবতা আছেন, [illegible] পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদের

প্রত্যেকের নিকট প্রকৃতি যে কার্য্যকারিতা শক্তিলাভ করিয়াছে তাহা মনুষ্য উপভোগ করিয়া থাকে, সেই ভোগের প্রতিদান স্বরূপ হবন ক্রিয়া দ্বারা স্থূল পদার্থ সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইয়া সূক্ষ্ম উপাদান স্বরূপ প্রত্যেক সেই দেবশক্তিতে প্রতিগমন করে। অগ্নির দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া অগ্নিই দেবগণের মুখ-দ্বার বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। অগ্নিদ্বারা সকল পদার্থ বাষ্পাকারে পরিণত হয়, ক্রমে পার্থিব পদার্থ হইতে সূক্ষ্ম ভুবর্লোকের অণুতে পরিণত হয়, এবং তাহা হইতে সূক্ষ্ম হইয়া স্বর্লোকস্থ পদার্থে পরিণত হয়। সেই স্থানে এই ভক্তের ভাব প্রণোদিত (আহুতিরূপ) নৈবেদ্য উপস্থিত হইলে দেবগণ তাঁহাদের দ্বারা ভাবিত হইয়া সুমঙ্গলরূপ ধারা বর্ষণ দ্বারা রোগনাশ করিয়া জগতের পুষ্টিবর্দ্ধন ও কল্যাণসাধন করিয়া থাকেন। এই ভাবে চক্র ক্রমাগত ঘূর্ণিত হইয়া জগৎ স্থিতির সহায়তা করিতেছে। দেব যজ্ঞ ইহারই নাম।

যে ঋষিগণ এই জগতের জ্ঞান ধারার মূল অধিষ্ঠিত, যাঁহা-দিগকে অবলম্বন করিয়া জগতের জ্ঞানের বিস্তৃতি লাভ ঘটিয়াছে এবং জগতের প্রত্যেক পদার্থে তাঁহাদের জ্ঞান জ্যোতিঃ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রহিয়াছে, তাঁহাদের ঋণ ও সেইরূপ গুরুতর। এই ঋষিগণ জগতের স্রষ্টা।

"ঋষিভ্য পিতরো জাতাঃ পিতৃভ্যোঃ দেব দানবাঃ।
দেবেভ্যশ্চ ইদং সর্ব্বং জগৎ স্থাণ্বনুপূর্ব্বশঃ।"

ঋষিগণ হইতে পিতৃগণ সমুদ্ভূত, পিতৃগণ হইতে দেব দানব উদ্ভূত। দেবগণ হইতে স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণীগণ অনুপূর্ব্বক অর্থাৎ ক্রমে

কারণ হইতে সূক্ষ্ম, এবং সূক্ষ্ম হইতে স্থূল পরিণত হইয়াছে। সবলের মূলে জ্ঞান পূর্ব্বিকা যে সৃষ্টি তাহার অধিষ্ঠাতা এই ঋষিগণ। যে জ্ঞানই আমরা লাভ করিয়া থাকি, তাহা সেই একমাত্র ঋষিগণের ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। সেই জন্য তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে, তাঁহাদিগের জ্ঞান রাশি, যাহাতে ধৃত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রাদি ঋণ স্বরূপ, অধ্যয়ন করিয়া ও অধ্যাপনার দ্বারা সেই ঋণ মোচন হইয়া থাকে। তাহাই স্বাধ্যায়।

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃ যজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমোদৈবো বলির্ভৌতো নৃ যজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।" মনু

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্রহ্মযজ্ঞ; তর্পণ পিতৃযজ্ঞ; হবন দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পশুপালন বলিদান, অতিথি পূজনই নরযজ্ঞ। এই স্বাধ্যায় যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে আমরা ঋষিগণের জ্ঞান ভাণ্ডারে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ অধিকার লাভ করিতে পারি। আমাদের আত্মাকে নিজের স্বরূপে বিমণ্ডিত করিয়া অবস্থান করিতে পারি। এবং তাহাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।

তাহার পর পিতৃঋণ। আমরা যাঁহাদের নিকট হইতে সূক্ষ্ম শরীরের উপাদান লাভ করিয়াছি। এবং সেই উপাদানভূত শরীরাবয়ব সহিত তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও শক্তি লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের ঋণ পরিশোধনই পিতৃযজ্ঞ। তর্পণ অর্থাৎ তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন। যে ধারা অব্যাহত ভাবে পিতৃগণ হইতে আসিয়াছে সেই ধারা ব্যত্যয় না হইয়া সুষ্ঠুভাবে, ক্রমোন্নতির সহায়তার সহিত প্রবাহ করা ও পিতৃযজ্ঞের অঙ্গ! নিজে জগতের জ্ঞান লাভ করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে সেই জ্ঞান জগতে বিস্তার করিয়

সেই ধারা অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করা ইহাও পিতৃযজ্ঞ।
বেদ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

"ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।" এই দেব ঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ এই তিন ঋণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া তদনন্তর মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে।

এই পিতৃঋণ দেবপিতৃ ও মনুষ্যপিতৃ উভয়কেই বুঝিতে হইবে। দেবপিতৃ হইতে, সূক্ষ্ম শরীর ; অর্য্যমা, মাতৃকাদেবী হইতে মন এবং স্থূল শরীর সাক্ষাৎ পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত। এই জন্য ইহাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা করা উচিত।

চতুর্থ—ভূতযজ্ঞ। প্রাণী মাত্রেই আমার আপনার স্বরূপ। ইতর পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সমস্তই আমার মূর্ত্যন্তর মাত্র। তাহারা আমাদের সান্নিধ্যে আসিয়া যেন জানিতে পারে আমরা তাহাদের সাহায্যকারী, উপকারক ও শিক্ষক। তাহাদের উপর সামান্য পীড়ন দ্বারা আমরা কেবল পাপই অর্জ্জন করিয়া থাকি। ভগবান সর্ব্ব গুহাশয়, সর্ব্ব জগন্নিবাস তখন প্রাণী মাত্রেরই অন্তরে তিনি যখন অবস্থান করেন, তখন প্রাণীপীড়ন মাত্রেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ জানিতে হইবে। পরোক্ষভাবে তাঁহাকেই পীড়ন করা হইবেক।

পঞ্চম—নৃ যজ্ঞ। সমস্ত মনুষ্য জাতিই আমার পরিবার ভুক্ত। অভাবগ্রস্থ, আতুর, দীন, দুঃখী, মানসিক ব্যথায় কাতর, সকলেই আমার আপনার, তাঁহাদের দুঃখ আমারই দুঃখ। সমস্ত মনুষ্য জাতি হইতে যে উপকার লাভ করিতেছি, তাহার বিনিময়ে, আমার অন্ততঃ সাধ্যমত একজনকে প্রতিদিন অন্ন দিয়া প্রতি-পালন করা কর্ত্তব্য। অতিথি নারায়ণ। নারায়ণ কি ভাবে

গৃহীকে দেখিতে আসেন, তাহার জন্য গৃহীকে সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়। কোন কর্ম্মের অনাচরণে যেন তাঁহার অমর্য্যাদা না হয়। প্রত্যেক মনুষ্য এমন কি জীব জন্তুর সেবা ও নারায়ণ পূজা। সেই পূজার যেন ত্রুটি না হয়। "সমত্বমারাধন-মচ্যুতস্য।" সমত্বই বিষ্ণুর পূজা।

এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানে গৃহীর আধ্যাত্মিক শক্তির ও সত্যের বিকাশ হয়। সম্যগ্‌রূপে এই পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে, তাঁহার অন্যান্য যজ্ঞানুষ্ঠানের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়। তখন তিনি বাহিরের যজ্ঞানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া অন্তরাত্মার সাধনে তৎপর হইতে পারেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে পঞ্চযজ্ঞ সম্যগ্‌রূপে সাধারণে অনুষ্ঠিত হয় না। যখন মনুষ্যের সমস্ত জীবনই যজ্ঞময় হইয়া উঠিবে, তখন আর স্বতন্ত্রভাবে পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না। তিনি তখন এই সকলের অতীত হইয়াছেন, বুঝিতে হইবে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত এই উন্নতি লাভ না হয় ততদিন ইহার অনুষ্ঠান হইতে বিরত হওয়া উচিত নহে, তাহাতে সমাজের অকল্যাণ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান সময় এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান একরূপ রহিত হইয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝিবেন না যে সমাজের সকলেই আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়াছেন বা তাঁহারা সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছেন। তৎ-বিপরীতে এক্ষনে পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাঁহাদের দেহাত্মবাদ জড়বাদ একরূপ ভাবে তাহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছে, যে তাঁহারা মহর্ষি মনুর এই সুমহান্ উদ্দেশ্য ও উপদেশকে অগ্রাহ্য ও অনাদর করেন। তাহার ফলে তাঁহারা, আমাদের সহিত জগতের অন্যান্য

পদার্থের কি সম্বন্ধ; কি প্রকারে আমাদের ক্রমবিকাশ সাধিত হয় এবং মনুষ্যের উচ্চতম স্তরে কি প্রকারে সেই শক্তির আদান প্রদান হয় এবং আমরা কিরূপে ক্রমে ক্রমে সেই শক্তি লাভ করিয়া জগৎ পরিচালনার সাহায্য করিতে পারি তাহা তাঁহারা বিদিত হইতে পারেন না। মহর্ষি মন্বাদি ঋষিগণ আমাদের অজ্ঞান ও মোহ দূর করিবার জন্য, গৃহীগণ যাহাতে অল্পে অল্পে সাধন করিয়া দুরূহ আত্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারে তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন "যদ্‌বৈমনুরবদৎ তদেব ভেষজম্"। সংসার পীড়াগ্রস্থ জীবকে মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই পরম মঙ্গলকারক ঔষধ।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-সমাজে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রতিকার আবশ্যক। এই জন্য হিন্দু-ধর্ম্মের মূল ভিত্তি স্বরূপ এই পঞ্চযজ্ঞের প্রবর্ত্তনা প্রত্যেক গৃহস্থের কর্ত্তব্য। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির স্থাপয়িত্রী, মাদাম ব্লাভাট্স্কী ও তাহার গ্রন্থাদিতে ও বর্ত্তমান সময়ে মিসেস্ বেশান্ত, Late জেনারেল Secretary রামচন্দ্র রাও, হীরেন্দ্র বাবু, প্রায় সোসাইটির প্রত্যেক নেতাগণ এই বিষয়ে পুনঃ স্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা হিন্দু-ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক, গৃহীগণের মধ্যে শিক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত তাঁহারা এখনও ইহার কোন কোন স্থানে পূর্ণভাবে এবং কোন কোন পরিবারে আংশিক ভাবে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

তন্ত্র।

হিন্দু ধর্ম্ম, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব এই পঞ্চ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সাধারণের বিশ্বাস, এই পঞ্চ উপাসকের উপাসনা ও দেবতা স্বতন্ত্র। সকলই পৃথক। কিন্তু শাস্ত্র এই পৃথক ভাবনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তথাপি কি শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায় এই উভয়ের মধ্যেও পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। শাক্তগ্রন্থে এই সম্বন্ধে উপদেশ আছে। ব্রহ্মা আদ্যাশক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি স্ত্রী বা পুরুষ? তাহার উত্তরে বলেন—

"সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্ব্বদৈব মমাস্য চ।
যোহসৌ সাহমহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতি বিভ্রমাৎ।
আবয়োরন্তরং সূক্ষ্মং যোবেদ মতিমান্ হি সঃ।
বিমুক্তঃ স তু সংসারান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
একমেবাদ্বিতীয়ং বৈ ব্রহ্ম নিত্যং সনাতনং।
দ্বৈতভাবং পুনর্যাতি কাল উৎপৎসু সংজ্ঞকে॥

"স্ত্রী পুরুষ" ভেদ আমাদের নাই। সর্ব্বদাই একত্বভাবে অবস্থান করি। যিনি পুরুষ তিনিই আমি, আমি যাহা পুরুষও তিনি। যাহাদের বুদ্ধি ভ্রংস হইয়াছে তাহারাই ভেদ দর্শন করিয়া থাকে। যিনি বুদ্ধিমান্ সংসার হইতে বিমুক্ত তিনিই আমাদের সূক্ষ্ম ভেদ বুঝিতে পারেন। তিনিই নিশ্চয়. সংসার হইতে মুক্তি লাভ করেন। এক এবং অদ্বিতীয়, নিত্য সনাতন ব্রহ্ম, সৃষ্টি কাল উপস্থিত হইলে, দ্বৈতভাব ধারণ করেন। স্থূল, ব্যবহার দৃষ্টিতে জগৎ ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বোধ হইলে তত্ত্বদর্শীর নিকট অদ্বৈত ভাবের ব্যত্যয় হয় না।

স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্,
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ।
স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চভব্যং সনাতনম্,
জ্ঞাত্বাতং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥

শিবার্চ্চান চন্দ্রিকাতে কথিত হইয়াছে।

"যো ব্রহ্মা স হরিঃ প্রোক্তো, যো হরিঃ স মহেশ্বরঃ।
মহেশ্বরঃ স্মৃতঃ সূর্য্যঃ, সূর্য্যঃ পাবক উচ্যতে।
পাবকঃ কার্ত্তিকেয়োঽসৌ কার্ত্তিকেয়ো বিনায়কঃ।
গৌরী লক্ষ্মীশ্চ সাবিত্রী শক্তিভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতা।
দেবং দেবীং সমুদ্দিশ্য স কুর্য্যাদন্তরং কচিৎ।
তত্তদ্ভেদো ন মন্তব্যঃ শিবশক্তিময়ং জগৎ।

মুণ্ডমালা তন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে লিখিত আছে।

রুদ্রস্য চিন্তনাদ্রুদ্রো বিষ্ণু স্যাদ্বিষ্ণুচিন্তনাৎ।
দুর্গায়াশ্চিন্তনাদ্দুর্গা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
যথা শিব স্তথা দুর্গা যা দুর্গা বিষ্ণুরেব সঃ।
অত্র যঃ কুরুতে ভেদং স নরো মূঢ় দুর্ম্মতিঃ॥
দেবীবিষ্ণুশিবাদীনামেকত্বং পরিচিন্তয়েৎ।
ভেদকৃন্নরকং যাতি রৌরবং নাত্র সংশয়ঃ।

রুদ্রকে ধ্যান দ্বারা রুদ্র, বিষ্ণু ধ্যান দ্বারা বিষ্ণুকে এবং দুর্গার ধ্যান দ্বারা দুর্গা হইয়া থাকে এ বিষয়ে সংশয় নাই। শিব ও যিনি, দুর্গাও তিনি, যিনি দুর্গা তিনিই বিষ্ণু এ বিষয়ে যিনি ভেদ দেখেন নিশ্চয়ই সেই দুর্ম্মতি মোহ প্রাপ্ত হইয়াছে। দেবী বিষ্ণু শিবাদির একত্ব পরিচিন্তা করিবেক। যিনি ভেদ দর্শন করেন, তিনি রৌরব নরকে গমন করেন।

তন্ত্রের এবং সর্ব্ব শাস্ত্রের এই একমাত্র উপদেশ। ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র সৎবস্তু বর্ত্তমান, তাঁহাকে সাধকেরা ভিন্নভাবে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। সাধারণে যে দ্বৈত ও অদ্বৈত মত লইয়া বিরোধ করেন তাহার উত্তরে তন্ত্র বলেন—

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি, দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।

মম তত্ত্বং বিজানন্তো দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিতঃ।

জগতে কেহ অদ্বৈত জ্ঞান ইচ্ছা করেন, কেহ দ্বৈত জ্ঞান ইচ্ছা করেন, কিন্তু যাঁহারা আমার তত্ত্ব জানিয়াছেন, তাঁহারা দ্বৈতাদ্বৈত উভয় জ্ঞানের অতীত হইয়াছেন।

যাঁহারা যে মন্ত্রেই দীক্ষিত হউন না কেন, সেই সেই দেবতার যে গায়ত্রী আছে, তাহা অনুধাবন করিলে এই একত্ব বিশেষ ভাবে অনুভূত হইবে। সকল গায়ত্রীর মধ্যেই ত্রিদেবের উপাসনা নিহিত আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, (প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ং কালে) বা (ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী) পূজিত হইয়া থাকেন; কিন্তু এই পূজার স্থান অন্য কোথায় নহে, সূর্য্যমণ্ডলে। একমাত্র সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া গায়ত্রী উপাসনা হইয়া থাকে। গায়ত্রীর পরে পরম ইষ্টদেবতার ধ্যানের সময়ও প্রত্যক্ষ সূর্য্যদেবের অভ্যন্তরে, তাঁহারই মধ্যে সেই ইষ্টদেবতার চিন্তনের ব্যবস্থা আছে "সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে।" এই সবিতৃ দেব যেমন, স্থূল বিশ্ব উৎপত্তির কারণ, সেইরূপ সমস্ত সূক্ষ্মভাব, আধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশেরও একমাত্র কারণ। সেই জন্য সূর্য্যের জ্যোতিতেই ইষ্টদেবতার ধ্যান বিহিত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য কৃত সন্ধ্যা ভাষ্যে ব্যাস উক্তি—

গায়ত্রী নাম পূর্ব্বাহ্নে, সাবিত্রী মধ্যমে দিনে।

সরস্বতী চ সায়াহ্নে সৈব সন্ধ্যা ত্রিধুস্মৃতা ॥

পূর্ব্বাহ্নে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী, সায়াহ্নে সরস্বতী, ত্রিকালে তাঁহার এই নাম হয় এবং তিনিই এই কালত্রয় এই কালত্রয় ভেদে ত্রিসন্ধ্যা স্বরূপিনী। (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এক)।

ত্রিপদা যা তু গায়ত্রী ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরী।

সৈবোপাস্যা দ্বিজাতীনাং ত্রিমূর্ত্তিত্বে বিনিশ্চয়ঃ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের শক্তিরূপিনী যিনি ত্রিপদা গায়ত্রী, দ্বিজাতিগণ তাঁহাকেই ত্রিমূর্ত্তিরূপে নিশ্চয় করিয়া উপাসনা করিবেন। এই সকল ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। সূর্য্যান্তর মধ্যবর্ত্তী দেবতা আমাদিগকে অবিনশ্বর ধামে লইয়া যান। গীতাতে এই কথা স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে।

শুক্ল কৃষ্ণ গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।

একয়া যাত্যনাবৃত্তিং অন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥

শুক্ল এবং কৃষ্ণ, জগতের এই দুই শাশ্বত পথ বিদ্যমান, এক পথের (অর্থাৎ চান্দ্রগতিদ্বারা) আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সংসার গতিলাভ হইয়া থাকে। এক গতি দ্বারা (অর্থাৎ সূর্য্যগতি) অনাবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। সমস্ত ভুবনের জ্ঞানও সূর্য্যেতে সংযম দ্বারা হইয়া থাকে। "ভুবন জ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ" ২৬।৩ পাতঞ্জল।

বিদ্বান্‌গণ প্রথমেই অর্চ্চিরাদি মার্গ আশ্রয় করিয়া গমন করেন এবং রশ্ম্যানুসারে গমন করেন। শত নাড়ীর ঊর্দ্ধ রবিরশ্মিসহ একীভূত সুষুম্না দ্বারা বিদ্বান্ গমন করিয়া থাকেন। বিদ্যাশক্তি দ্বারা ভগবদনুগ্রহেই উক্ত নাড়ী দর্শন করেন।

এ বিষয়ে যথাবিহিত সাধন করিবার জন্য দীক্ষা পদ্ধতি

প্রচলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে, পঞ্চ দেবতাকে আশ্রয় করিয়া পঞ্চায়তনী দীক্ষা, সংক্ষেপ দীক্ষা ও কলাবতী দীক্ষা প্রচলিত। সাধারণতঃ কলাবতী দীক্ষা, বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। দীক্ষা সম্বন্ধে তন্ত্র বলেন—

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভি স্তত্ত্ব বেদিভিঃ।

দীক্ষা দিব্য জ্ঞান প্রদান করে, এবং পাপ নাশ করিয়া থাকেন, এই জন্য তত্ত্বজ্ঞ মুনিগন দীক্ষা নাম প্রদান করিয়া থাকেন। দীক্ষার পর জপের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে।

"যাবন্তঃ কর্ম্ম যজ্ঞাঃ স্যুঃ প্রতিষ্ঠাদি তপাংসি চ।
সর্ব্বে তে জপ যজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শী।"

তপস্যা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যত প্রকার কর্ম্ম যজ্ঞ আছে সেই সকল যজ্ঞই জপ যজ্ঞ ফলের ষোড়শাংশের একাংশ তুল্য হইতে পারে না। গীতাতে উক্ত হইয়াছে, "যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোঽস্মি"।

মাহাত্ম্যং বাচিকস্যৈতজ্জপ যজ্ঞস্য কীর্ত্তিতং।
তস্মাচ্ছতগুণোপাংশুঃ, সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ।

উপরি লিখিত কেবলমাত্র বাচিক জপ যজ্ঞের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল। বাচিক জপ যজ্ঞ হইতে উপাংশু জপে শতগুণ ফল, এবং মানসিক জপে সহস্রগুণ ফল। জপ কাহাকে বলে তাহার উত্তরে তন্ত্র বলেন—

"মনঃ সংহৃত্য বিষয়ান্ মন্ত্রার্থগত মানসঃ।
ন দ্রুতং ন বিলম্বঞ্চ জপেন্মৌক্তিকহারবৎ॥
জপঃ স্যাদক্ষরাবৃত্তি র্মানসো পাংশু বাচিকৈঃ॥

জপ সময়ে বিষয় চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মন্ত্রার্থ চিন্তাপরতঃ

অধিক দ্রুত নয় ও অধিক বিলম্বে নয় এইভাবে মুক্তাহারের ন্যায় যথানিয়মে জপ করিবে।

মন্ত্রাক্ষরের বার বার আবৃত্তির নাম জপ।

জপ বিধির পর পঞ্চাঙ্গ উপাসনার বিধি, শাস্ত্রে পুরশ্চরণ নামে কথিত হইয়াছে।

"জপহোমৌ তর্পণঞ্চাভিষেকৌ বিপ্রভোজনম্।

পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণ মুচ্যতে॥

জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক, বিপ্রভোজন এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনা, ইহলোকে পুরশ্চরণ নামে অভিহিত হইয়াছে।

তাহার পর বিশেষ জপের বিধি আছে।

সেতু ব্যতীত জপ নিষ্ফল। সেই জন্য সেতুমন্ত্র জপ করিতে হইবে।

শাস্ত্রাণাং প্রণবঃ সেতুর্মন্ত্রাণাং প্রণবঃ স্মৃতঃ।

শ্রবত্যনোঙ্কৃতঃ পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতে॥

ওঁ এই বীজ সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রের সেতু। যদি জপের পূর্ব্বে ওকার রূপী সেতু না থাকে, তবে সেতুহীন জলের ন্যায় সেই জপ পতিত হইয়া থাকে। কিন্তু চতুর্দ্দশ স্বর ঔঁ এই বীজ শূদ্রের সেতু।

তদনন্তর। পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি।

আত্ম, স্থান, মন্ত্র, দ্রব্য, দেব শুদ্ধিস্তু পঞ্চমী।

যাবন্ন কুরুতে দেবি, তস্য দেবার্চ্চনং কুতঃ?

আত্মা, স্থান, মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা এই পঞ্চ শুদ্ধির নামই পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি।

"স্নানৈ [illegible] দাভস্তথা।

ষড়ঙ্গা [illegible]॥

সম্মার্জনানুলেপাদ্যৈর্দর্পণোদরবৎ শুভং।
বিতান ধূপ দীপাদি পুষ্পমাল্যাদি শোভিতং।
পঞ্চ-বর্ণ-রজোভিশ্চ স্থানশুদ্ধিরিতীরিতা।
গ্রথিত্বা মাতৃকাবর্ণৈ র্মূল মন্ত্রাক্ষরাণি চ।
ক্রমাৎক্রমাদ্দ্বিরাবৃত্যা মন্ত্রশুদ্ধিরিতীরিতা।
পূজাদ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্য মূলাস্ত্রৈশ্চ বিধানতঃ।
দর্শয়েদ্ধেনুমুদ্রাদীন্ দ্রব্যশুদ্ধিপ্রকীর্ত্তিতা।
পীঠদেবীং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃতা মন্ত্রবিৎ।
মূলমন্ত্রেন মাল্যাদীন্ ধূপাদীনুদকেন চ।
ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্বিদ্বান্ দেবশুদ্ধিরিতীরিতা।
পঞ্চশুদ্ধিং বিধায়েত্থং পশ্চাৎ পূজাং সমাচরেৎ।"

পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি ব্যতিরেকে পূজা নিষ্ফল হয়। আত্মা, স্থান, মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা এই পঞ্চ শুদ্ধির নাম পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি। তীর্থাদি বিশুদ্ধ জলে স্নান, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গ, ন্যাস দ্বারা আত্মা-শুদ্ধি সম্পন্ন হয়। পূজার স্থানকে পরিমার্জ্জন, অনুলেপন এবং চন্দ্রাতপ; ধূপ, দীপ ও পুষ্পমাল্য দ্বারা সুশোভিত পূর্ব্বক, পঞ্চবর্ণ চূর্ণ দ্বারা চিত্রবিশিষ্ট করিলে স্থানশুদ্ধি হয়। মাতৃকা বর্ণ দ্বারা অনুলোম বিলোম ক্রিয়ায় মন্ত্রবর্ণ পুটিত করিয়া দুই বার পাঠ করিলে মন্ত্রশুদ্ধি হয়। পূজা সামগ্রী কুশের অগ্রভাগ দ্বারা মূল ও ফট্ এই মন্ত্র কর্ত্তৃক প্রোক্ষণ পূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিলেই দ্রব্যশুদ্ধি হয়। পীঠশক্তির পূজা সমাধান করিয়া মূলমন্ত্রে সকলীকরণ এবং মূলমন্ত্রে মাল্যাদি ধূপ ও দীপ প্রোক্ষণ করিলেই দেবশুদ্ধি হইয়া থাকে।

অনেকের ধারণা মদ্যাদি ব্যবহারই তন্ত্রমার্গ সাধনার প্রধান

অবলম্বন। বস্তুতঃ তাহা নহে। মকার পঞ্চের ব্যবহার শাস্ত্র মতে নিষিদ্ধ। কুলার্ণব তন্ত্রে পঞ্চম খণ্ডে দ্বিতীয় উল্লাসে লিখিত আছে—

"মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ॥
মাংস ভক্ষণ মাত্রেণ যদি পুণ্যগতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে, পুণ্যভাজো ভবন্তিহ।
স্ত্রীসম্ভোগেন দেবেশি! যদি মোক্ষং ভবেদিহ!
সর্ব্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিসেবনাৎ।
কুলমার্গো ময়া দেবি! ন ময়া নিন্দিতঃ ক্বচিৎ।
আচারবিহিতা যেহ নিন্দিতা তে চ সর্ব্বদা॥
বৃথা পানন্তু দেবেশি! সুরাপানং তদুচ্যতে॥
যন্মহাপাতকং জ্ঞেয়ং বেদাদিষু নিরূপিতং।
অনাঘ্রেয়মনাসিচ্য মস্পৃশ্যঞ্চাপ্যপেয়কং॥
মদ্যং মাংস পশূনান্তু কৌলিকানাং মহাফলং।
তত্তু অমেধ্যানি দ্বিজাতীনাং মদ্যান্যেকাদশৈবতু।
দ্বাদশন্তু সুরা মদ্যং সর্ব্বেষামধমং স্মৃতম্॥
তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥"

কেবলমাত্র মদ্যপান দ্বারা মানব যদি সিদ্ধি লাভ করিত, তাহা হইলে পামরগণ, মদ্যপান করিয়া সকলেই সিদ্ধি লাভ করিত। মাংসভক্ষণ দ্বারা যদ্যপি পুণ্যগতি লাভ হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে সকলে মাংসভোজন করিয়া পুণ্যাত্মা হইতে পারিত! স্ত্রীসম্ভোগ দ্বারা যদি মোক্ষ লাভ হইত, তাহা হইলে, সকল জন্তুই স্ত্রীসেবন দ্বারা মুক্ত হইতে পারিত। কুলমার্গ, দেবি! আমি

নিন্দা করিতেছি না। যাহারা আচার রহিত আমি সর্ব্বদা তাহাদের মাত্র নিন্দা করিতেছি।—বৃথা পানকে সুরাপান বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। বেদাদি শাস্ত্রে তাহা মহাপাতক বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। মদ্য স্পর্শ করিবে না, ঘ্রাণ করিবে না, পান করিবে না। অন্যবিধ মদ্য মাংস কৌলিকগণের মহাফলপ্রদ। যাঁহারা যথার্থ দীক্ষিত, তাঁহারাই দ্বিজাতি, তাঁহাদের মধ্যে সুরা, মদ্য সর্ব্বপ্রকারে অধম বলিয়া জানিবে,—সেই জন্য দীক্ষিত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কদাচ সুরা পান করিবে না। কুলার্ণব পঞ্চম খণ্ড দ্বিতীয় উল্লাস।

তন্ত্রশাস্ত্রে স্ত্রীলোককে সর্ব্বদা পূজা করিতে এইরূপ বিধান আছে "স্ত্রীণাং পাদতলং দৃষ্ট্বা গুরুবদ্ ভাবয়েৎ সদা" সর্ব্বদা রমণীগণের পাদতল দর্শন করিবে এবং গুরুর ন্যায় সম্মান করিবে। তন্ত্র শাস্ত্রে ভাব, ত্রিবিধ রূপে কথিত—

ভাবশ্চ ত্রিবিধো দেবি, দিব্য বীর পশু ক্রমাৎ।
বিশ্বঞ্চ দেবতারূপং ভাবয়েৎ সুরসুন্দরি।
স্ত্রীময়ং চ জগৎ সর্ব্বং পুরুষং শিবরূপিণং।
অভেদে চিন্তয়েৎ যস্তু স এব দেবতাত্মকঃ।

দিব্য, বীর, পশুভেদে ভাব ত্রিবিধ। সকল বিশ্বই দেবতা রূপ ভাবনা করিবে। জগতে সকল স্ত্রী, শক্তি এবং পুরুষগণকে শিব রূপ জানিবে। এই স্ত্রীপুরুষ অভেদে যিনি দর্শন করিতে পারেন তিনি দেব স্বরূপ লাভ করেন।

পিণ্ডাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড !

মুণ্ডকাদি উপনিষদে আছে যে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল ভাব ও পদার্থ আছে, মানবের শরীরে সাধক তাহা অনুসন্ধান করিবেন। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড যেরূপ সপ্ত ভাগে বিভক্ত, মানবের ভিতরে সেইরূপ সপ্তবিধ কেন্দ্র নিহিত রহিয়াছে। তন্ত্রমতে জগৎ একমাত্র মহাব্রহ্মাণ্ড এবং তাহাতে অসংখ্য বৃহৎ (সৌর) ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। মহা ব্রহ্মাণ্ড, সপ্ত লোকে বিভক্ত। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড ও সেই রূপ সপ্তলোকে বিভক্ত। প্রত্যেক গ্রহ, উপগ্রহ, তারকা, তাহাদেব চেতন অধিবাসীগণকে লইয়া এক একটী স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র জগৎ এবং ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে সপ্তবিধ শক্তি চক্র বর্ত্তমান ; তাহাদের সহিত সপ্তবিধ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রহিয়াছেন।

মহাব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তু বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডমেব চ।
তন্মধ্যে জন্তবো দেবি ! তন্মধ্যে ভুবনানি চ।

হে দেবি ! মহাব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত এবং তাহার মধ্যে লোক ও জীব সকল অবস্থান করিতেছে।

মহাব্রহ্মাণ্ডকে যত্তৎ প্রকারং পরমেশ্বরি।
তত্তৎ সর্ব্বং হি দেবেশি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যতঃ।

হে দেবতাগণের ঈশ্বরি, পরমেশ্বরি ! মহাব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যত প্রকারের জীব ও পদার্থ আছেসে সমস্তই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে রহিয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডাস্তত্র জায়ন্তে লক্ষং লক্ষং সুলোচনে।

হে সুলোচনে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড, এই মহাব্রহ্মাণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যেরূপ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র আছে ক্ষুদ্র পিণ্ডাণ্ডে ও সেই রূপ শক্তিকেন্দ্র (চক্র) বিদ্যমান আছে।

ব্রহ্মপদ্মে পৃথিব্যান্তু বর্ত্তন্তে মানুষাদয়ঃ।
তে সর্ব্বে দেবি! ব্রহ্মাণ্ড তন্মধ্যে ভুবনানি চ।
পাতাল সপ্তকং তত্র তত্রৈব সর্গ সপ্তকম্।
এবং চক্রে সর্ব্বদেহে ভুবনানি চতুর্দ্দশঃ।
প্রতিদেহং পরেশানি ব্রহ্মাণ্ডং নাত্র সংশয়ঃ॥ নির্ব্বাণ তন্ত্র।

ব্রহ্মপদ্ম মধ্যে পৃথিবীতে মনুষ্যাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। হে দেবি! সে সকলই ব্রহ্মাণ্ড, তাহার মধ্যে ভুবন সকল রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে সপ্ত পাতাল ও সপ্ত স্বর্গ বিদ্যমান। এই রূপে সকল দেহে চক্র মধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন রহিয়াছে। হে দেবি! এই জন্য প্রতি দেহই ব্রহ্মাণ্ড; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

সন্ধ্যা সম্বন্ধে তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

শিব শক্তি সমাযোগো যস্মিন্ কালে প্রজায়তে।
সা সন্ধ্যা কুলনিষ্ঠানাং সমাধিস্থে প্রজায়তে।

সহস্রার স্থিত পরম শিবের সহিত যে সময় কুণ্ডলিনী শক্তির সংযোগ হয়, সেই সময়ে, তাহাই কৌলগণের সন্ধ্যা। সমাধিস্থ হইলেই এই সন্ধ্যা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে।

মূলাধারাৎ জলন্তীঞ্চ সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণীম্।
কুণ্ডলিনীং সমুত্থাপ্য পরবিন্দুং নিবেশ্য চ।
তদ্ভুৎভবামৃতেনৈব তর্পয়েচ্চেষ্টদেবতাং।

সোম সূর্য্যাগ্নি রূপিণী সমুজ্জ্বলা কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধার হইতে উত্থাপিতা করিয়া পরম বিন্দুতে স্থাপন করিবে। অতঃপর

তদুৎপন্ন অমৃত সহকারে দেহস্থিত দেবতাদিগের তর্পণ সাধন করিবে।

(বেদে মন্ত্রদাতা গুরুকে আচার্য্য বলে, মাংসময়-দেহ গুরু নহে,) তন্ত্রে মন্ত্রদাতা গুরুও সেই রূপ. গুরু সম্বন্ধে তন্ত্র বলেন—

মন্ত্রদাতা গুরুঃপ্রোক্তঃ মন্ত্রোহি পরমো গুরুঃ।

পরাপরগুরুস্ত্বংহি পরমেষ্ঠিগুরুর্হ্যহং॥

মন্ত্রদাতাই গুরু বলিয়া কথিত, মন্ত্রই পরম গুরু, তুমিই (অর্থাৎ শক্তি, পার্ব্বতী) পরাপর গুরু এবং আমি (তুরীয় শিবতত্ত্ব) পরমেষ্ঠি গুরু।

গুরু অর্থ সম্বন্ধে তন্ত্র বলেন—

গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ।

উকার শম্ভুরিত্যুক্ত স্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ পরঃ।

(গ) গকার সিদ্ধিদাতা, রেফ (র) পাপদাহক, উকার (উ) স্বয়ং শম্ভু, এই ত্রিতয়াত্মক বলিয়াই গুরু শ্রেষ্ঠ।

গকারাজ্ জ্ঞান সম্পত্তি রেফঃ পাপস্য দাহকঃ।

উকারাচ্ছিবতাদাত্ম্যং দদ্যাদিতি গুরুঃস্মৃতঃ॥

গকারে জ্ঞান সম্পত্তি, রেফে পাপদাহ এবং উকারে শিবত্ব দান করে, এই রূপ গুরু শব্দ জানিতে হইবে।

গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দ স্তন্নিরোধকঃ।

অন্ধকার নিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

গু শব্দে অন্ধকার বুঝায়, আর রু শব্দ তাহার নিরোধক। অতএব অন্ধকার নাশ করেন বলিয়া গুরু বলা যায়।

গুরুং ন মর্ত্তং বুধ্যেত যদি বুধ্যেত তস্য তু।

ন কদাচিৎ ভবেৎ সিদ্ধির্ন মন্ত্রৈর্দেব পূজনৈঃ॥ নিত্যানন্দগ্রন্থ।

গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করিবে না। যদি কোন ব্যক্তি, গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করেন, তবে মন্ত্রজপ, কি দেব পূজাদি দ্বারাকদাচ সিদ্ধি লাভ হইবে না।

মনুষ্য জন্ম সকল জন্মের সার। সাধনের একমাত্র সর্ব্বাঙ্গীনতা এই মনুষ্য দেহেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই মনুষ্য জন্ম নিরর্থক যাইবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সেই জন্য তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

আসাদ্য জন্ম মনুজেষু চিরাদ্দুরাপং
তত্রাপি পাটবমবাপ্য নিজেন্দ্রিয়াণাং।
নারাধয়ন্তি জগতাং জনয়িত্রি! যে ত্বাং
নিঃশ্রেণিকাগ্রমবরুহ্য পুনঃ পতন্তি।

হে জগন্মাতঃ! চিরকালের দুষ্প্রাপ্য মনুষ্যকুলে জন্ম লাভ করিয়া এবং নিজ নিজ ইন্দ্রিয়গণের পটুতা লাভ করিয়া, যে ব্যক্তি তোমার আরাধনা করে না, তাহারা সোপানের সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াও পুনরায় সর্ব্ব নিম্নে পতিত হইয়া থাকে। জপ সম্বন্ধে আরো উক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ।
জপকোটি শতেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন বিদ্যতে।

যিনি মন্ত্রার্থ, মন্ত্র চৈতন্য এবং যোনিমুদ্রা জানেন না তিনি শত কোটি সংখ্যক জপ করিলেও তাঁহার সিদ্ধি সম্ভব নহে।

আবার—পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণাস্তু কেবলাঃ।
সৌষুম্নাধ্বন্যুচ্চরিত প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি তে।
মন্ত্রাক্ষরাণি চিৎশক্তৌ প্রোক্তানি পরিভাবয়েৎ।
তামেব পরমব্যোম্নি পরমানন্দ বৃংহিতে।
দর্শয়ত্যাত্ম সদ্ভাবং পূজাহোমাদিভির্বিনা।

Acc 22689

মন্ত্র চিচ্ছক্তি রূপে ভাবনা করিয়া সুষুম্নামার্গে চালিত করিলে পরমানন্দ লাভ হয়। বাহ্য পূজাদি বিনা, আত্ম ভাব দর্শন হইয়া থাকে।

জপকালে—হৃদয় গ্রন্থিভেদশ্চ, সর্ব্বাবয়ববর্দ্ধনং।
আনন্দাশ্রূণি পুলকো দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি।
গদ্গদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
সকৃদুচ্চরিতেপ্যেবং মন্ত্রে চৈতন্য সংযুতে।

হে কুলেশ্বরি! জপকালে সাধকের হৃদয়—গ্রন্থিভেদ, সকল অবয়ব বৃদ্ধি, আনন্দাশ্রুপাত, পুলক, দেহাবেশ ও গদ্গদোক্তি এই সকল ভাব সহসা উপস্থিত হয়, ইহাতে সংশয় নাই।

ফলতঃ চৈতন্য সহিত একবার মাত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিলে পূর্ব্বোক্ত ভাব সহসা উপস্থিত হয়, ইহাতে সংশয় নাই।

ত্রিলৌহী মুদ্রা—মন্ত্রিণাং হিতার্থায় ত্রিলৌহী মুদ্রা নিরূপ্যতে।
সৌমসূর্য্যাগ্নিরূপাঃ সুবর্ণা লৌহত্রয়ং তথা।
রৌপ্যমিন্দুঃ স্মৃতো হেমঃ সূর্য্যস্তাম্রো হুতাশনঃ।
লৌহভাগা, সমুদ্দিষ্টা, স্বরাদ্যক্ষর সংখ্যয়া।
এষু স্বরাঃ স্মৃতাঃ সৌম্যাঃ স্পর্শাঃ সৌরাঃ শুভোদয়াঃ।
আগ্নেয়া ব্যাপকাঃ সর্ব্বে সোমসূর্য্যাগ্নি দেবতাঃ।
স্বরাঃ ষোড়শ বিখ্যাতাঃ স্পর্শাস্তে পঞ্চবিংশতিঃ।
ব্যাপকাদশ তে কাম ধন ধর্ম্ম প্রদায়িনঃ।

সাধকের হিতের জন্য ত্রিলৌহী মুদ্রা নিরূপিত হইতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ত্রিলৌহ অর্থাৎ চন্দ্রের ন্যায় রৌপ্য, সূর্য্যসদৃশ স্বর্ণ এবং অগ্নিস্বরূপ তাম্র। স্বরাদি অক্ষর সংখ্যানুসারে ত্রিলৌহের ভাগ নির্ণয় করিতে হয়। স্বরবর্ণ চন্দ্র,

স্পর্শবর্ণ সূর্য্য এবং ব্যাপক (য হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত) বর্ণ অগ্নিসদৃশ। অকারাদি ষোড়শ অক্ষরের অধিপতি চন্দ্র। স্পর্শবর্ণের অধিপতি দেবতা সূর্য্য এবং ব্যাপক (অর্থাৎ য হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত ১০ অক্ষরের) অধিপতি অগ্নি। এই চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিই কুণ্ডলিনী শক্তি যথা—নবরত্নেশ্বরে।

চন্দ্রার্কানল সংঘট্যাদ্বিগলতাং যৎ পরামৃতম্।
তেনামৃতেন দিব্যেন তর্পয়েদিষ্ট দেবতাং।

চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির সংঘটন দ্বারা বিগলিত দিব্য পরম অমৃত দ্বারাই ইষ্টদেবতার তর্পণ সমাপন করিবে।

ধ্যানন্তু।—কিরণস্থং তদগ্নিস্থং চন্দ্রভাস্কর মধ্যগম্।
মহাশূন্যে লয়ংকৃত্বা পূর্ণস্তিষ্ঠতি যোগিরাট্।

যোগিগণ চন্দ্র, সূর্য্য মধ্যবর্ত্তী কিরণস্থিত ও অগ্নিস্থিত সমস্ত মহাশূন্যে লয় করিয়া পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্থিতি করেন। অথবা

নিরালম্বে পাদশূন্যে যত্তেজ উপজায়তে।
তদ্‌গর্ভমভ্যসেন্নিত্যং ধ্যানমেতদ্ধি যোগিণাং।

নিরালম্ব শূন্য স্থানে যে তেজ লক্ষিত হয়, সেই তেজোগর্ভ শূন্য ধ্যান করিবে। ইহাই যোগীদিগের ধ্যান।

সর্ব্বশেষে তন্ত্রে যোগ প্রক্রিয়া উক্ত হইয়াছে।

বিশ্বং শরীরমিত্যুক্তং পঞ্চভূতাত্মকং মুনে।
চন্দ্র সূর্য্যাগ্নিতেজোভি জীব ব্রহ্মৈক্য রূপকং॥

এই পঞ্চভূতময় দেহ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড শব্দে কথিত হইয়া থাকে। চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির তেজ দ্বারা জীব ব্রহ্মের ঐক্য নিষ্কাশিত হয়। যোগিগণ—সত্যং হেতুবিবর্জ্জিতং শ্রুতিশিরামাস্তং জগৎকারণম্,

ব্যাপ্তং স্থাবরজঙ্গমং নিরুপমং চৈতন্যমন্তর্গতং।

আত্মানং রবিচন্দ্র বহ্নিবপুষং তারাত্মকং সন্ততং,
নিত্যানন্দ গুণালয়ং সুকৃতিনঃ পশ্যন্তি রুদ্ধেন্দ্রিয়াঃ ।

সুকৃতিশালী যোগিগণ ইন্দ্রিয় সকল রোধ করিয়া, কারণ বর্জ্জিত নিত্য, বেদবেদান্তের মূল, জগৎকারণ স্থাবর জঙ্গমব্যাপী, অন্তর্গত, নিরূপম, চৈতন্যস্বরূপ, নিত্যানন্দ, চন্দ্রসূর্য্যবহ্নিরূপ আত্মাকে প্রণবস্বরূপ দর্শন করেন।

এ স্থলে, বৈষ্ণবগণের বেদ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের বিখ্যাত শ্লোকের (১১ স্কন্ধ ১৪ অধ্যায় ৩৬ শ্লোক) সহিত অভেদ বলিয়া মনে হয়।

"কর্ণিকায়াং ন্যসেৎ সূর্য্যসোমাগ্নিমুত্তরোত্তরম্।
বহ্নি মধ্যে স্মরেদ্রূপং মমৈতদ্ধ্যান মঙ্গলং।

এই কর্ণিকাতে প্রথমে সূর্য্য, তন্মধ্যে চন্দ্র, বহ্নিমণ্ডলে উত্তরোত্তর নিরূপণ করত তন্মধ্যে আমার ধ্যান মঙ্গল পবিত্র যে অচ্যুত স্বরূপের ধ্যান করিতে হইবে।"

সর্ব্বশেষে তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে দেবদেব এই তন্ত্র শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

বিন্দোর্নাদ সমুদ্ভবং সমুদিতো নাদো জগৎকারণম্,
তারং তত্ত্বমুখাম্বুজং পরিধৃতং বর্ণাত্ম বাহুব্রজৈঃ।
আম্নায়াঙ্ঘ্রি চতুষ্টয়ং পুররিপোরানন্দ মূলং বপুঃ।
পায়ন্নো মুকুটেন্দু খণ্ড বিলসদ্দিব্যামৃতৌঘপ্লুতম্॥

বিন্দু হইতে নাদের উৎপত্তি, নাদ হইতে জগৎকারণ প্রণব আবির্ভূত হইয়াছে। তত্ত্বই এই প্রণবের মুখকমল, বর্ণসমূহ তাঁহার হস্ত স্বরূপ, আম্নায় তাঁহার চরণ। চূড়ামণি রূপ চন্দ্রকলা বিগলিত দিব্য অমৃত ধারায় পরিপ্লুত আনন্দ মূল দেবদেবের দেহ,

এই প্রণবের স্বরূপ। সেই প্রণবাত্মক শিব, আমাদিগকে রক্ষা করেন। ইনিই বেদাদির ব্রহ্মের নামান্তর।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে প্রণবের সাধনা তন্ত্রের প্রধান সাধনা। এই প্রণব আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। এই ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রাণের ক্রিয়া চলিতেছে। প্রাণ সূক্ষ্মভাবে এই প্রণবকে লইয়া নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে। প্রণব প্রাণের ক্রিয়ার মধ্যে আসিয়া হংসরূপে পরিণত হইয়াছে এবং শ্বাস ও প্রশ্বাসে দ্বিবিধভাবে পরিণত হইতেছে। এই দ্বিবিধভাবে শ্বাসের ক্রিয়ার যে ক্রম, তাহার সাধারণ নাম অজপা। এই অজপা সাধন, বিশেষ আবশ্যক। নিরুত্তর তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

হংকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেষ পুনঃ।
হংসেতি পরমং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা॥

জীব সর্ব্বদা এই পরম মন্ত্র "হংস" জপ করিতেছে। হকারের বহির্গমন এবং সকার দ্বারা পুনরায় প্রবেশ করে। এই "হংস" মন্ত্র শ্বাসরূপে প্রতি জীব জপ করিতেছে বটে কিন্তু সাধারণতঃ কেহই ইহা ধারণ করিতেছে না। ইহার ধারণের ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে।

"অজপা ধারণং দেবি কথয়ামি তবানঘে।
যস্য বিজ্ঞান মাত্রেণ পরং ব্রহ্মৈক দেশিকঃ॥
হংস পদং পরেশানি প্রত্যহং প্রজপেন্নরঃ।
মোহবন্ধং ন জানাতি মোক্ষস্তস্য চ বিন্দতে॥
শ্রীগুরোঃ কৃপয়া দেবি জ্ঞায়তে জপাতে যদা।
উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাসতয়া তদা বন্ধঃ ক্ষয়ো ভবেৎ॥

হে অনঘে! আমি তোমার নিকট অজপা ধারণের বিধি বলিতেছি—যাহা জ্ঞাত হইলে পরব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি গুরু বলিয়া পরিচিত হন। হে ঈশানি! প্রত্যহই জীব হংস পদ জপ করিতেছে। যত্তপি জীব, তাহা জ্ঞানতঃ অনুভব করে তাহা হইলে তাহার আর মোহবন্ধন থাকে না, মুক্ত হইয়া যায়। যত্তপি শ্রীগুরুর কৃপায় কেহ এই বিষয় জানিতে পারে এবং সেই প্রকার গুরূপদিষ্ট মার্গে শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত জপ করে তবে তাহার বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়।

এই সাধনায় পিণ্ডাণ্ডের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব অনুভব হয়। সাধক বাহিরে সূর্য্য চন্দ্র অগ্নিরূপে স্থিত, ব্রহ্মাণ্ডকে অন্তরে, পিণ্ডাণ্ডে সূর্য্য সোমাগ্নি মধ্য গত আত্মার সহিত একত্ব অনুভব করিয়া কৃত কৃতার্থতা লাভ করেন। ষট্ চক্র মধ্যে কণ্ঠ স্থান পর্য্যন্ত মূলাধারে পৃথ্বীতত্ত্ব, মণিপুরে জলতত্ত্ব, স্বাধিষ্ঠানে অগ্নিতত্ত্ব, অনাহতে বায়ুতত্ত্ব, বিশুদ্ধাখ্যে আকাশতত্ত্ব অবস্থিত, তাহার পর আজ্ঞা চক্রে মন, (বা চন্দ্রমা) এবং সহস্রারে সহস্রাংশু সূর্য্যদেব অবস্থিত এবং ষট্ চক্র ভেদ হইলে পরমাত্মা লাভ হয়। অন্তরে ও বাহিরে এই একত্ব লাভ করিতে পারিলেই মানব জীবন সার্থক হয়। ইহাই পিণ্ডাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের একাত্মতা লাভ।

নানক পন্থী।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তিনজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য, গুজরাট প্রদেশে

শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য এবং পাঞ্জাবে, রাজর্ষি জনকের অবতার। নানকের আবির্ভাব হয়। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে কার্ত্তিক পূর্ণিমায় (সংবৎ ১৫২৬) লাহোরের ১৫ ক্রোশ দূরে, তালবন্তী নামক গ্রামে (বর্ত্তমানে তাহার নাম নানকানা) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কালু, ক্ষত্রিয় বেদী বংশীয়।

নানক শৈশব কাল হইতেই স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক ও চিন্তাশীল ছিলেন, পাঁচ বৎসর বয়সের সময় গোপাল পাধার (বাঙ্গালা দেশের গুরু মহাশয়ের)পাঠশালায় প্রবেশ করিয়া বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করেন, "জনম সাখী"এবং"সৈর উল-মূতাক্ষরীণ"প্রভৃতি গ্রন্থের মতে নানক অতি শৈশবকালে বর্ণমালার প্রথম বর্ণের উৎপত্তি বিষয়ক গূঢ় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া গুরুমহাশয়কে অত্যন্ত চমৎকৃত করিয়াছিলেন এবং পারশ্য ভাষায় বর্ণমালায় এই আদি বর্ণ একটী ক্ষুদ্র সরল রেখা। ইহার দ্বারা ঈশ্বরের একতা তিনি প্রতিপন্ন করেন।

নয় বৎসর বয়সে উপনয়নের সময় পুরোহিত,উপনয়ন দিবার সময় নানক বলেন "যে উপনয়ন অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয় না,ছিন্ন বা মলিন হয় না, এরূপ উপবীত আমাকে প্রদান করুন। আর দয়ারূপ কার্পাস, সন্তোষরূপ সূত্র, ইন্দ্রিয় দমনরূপ গ্রন্থী এবং সত্যরূপ দণ্ডী দ্বারা যে উপবীত হয় তাহাই যথার্থ উপবীত"। পুরোহিত বালকের কথায় বিস্মিত হইলেন—এবং বলিলেন, এইরূপ উপনয়ন তোমার হইয়াছে এবং তুমি এইরূপ উপনয়ন অন্য সকলেকে দিয়া কৃতার্থ করিও।

নানকদেব, ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শিক্ষা, ব্যবসায়, সঙ্গ দ্বারা সকলের নিকট পরিচিত হন এবং বিবাহ করিয়া মুদিখানার ব্যবসায়ে রত হইলেও বৈরাগ্যভাব তাহার কখন ও ত্যাগ হয় নাই। এই সময় বালা ও মর্দ্দানা নামক দুই জন ভক্ত তাঁহার চিরজীবনের

জন্য সঙ্গী হন। বালাই তাঁহার জীবন চরিত লেখেন। শিখগণের মধ্যে ভাই বালার জনম সাখী আদিও প্রামাণিক গ্রন্থ। এই সময় নানকের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচাঁদ জন্ম গ্রহণ করেন। এই শ্রীচাঁদই উদাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

শ্রীচাঁদ জন্মগ্রহণের পর গুরু নানক প্রতিদিন রাত্রির শেষ ভাগে উঠিয়া বিপাসা নদীতে স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া তত্রস্থ নির্জন স্থানে ঈশ্বর পূজাদি করিতেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, লক্ষ্মীচাঁদ নামক দ্বিতীয় পুত্র, মাতৃ গর্ভে অবস্থান কালে আর তাঁহার মুদিখানার ব্যবসায় প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

একদিন তিনি বিপাশায় স্নান করিতে যাইয়া কোন দেবতা কর্ত্তৃক দীক্ষা লাভ করিয়া জলমগ্ন হইয়া তিনদিন অবস্থান করেন, এই তিন দিন অত্যন্ত আনন্দে সমাধিতে তাহার সময় অতিবাহিত হয়। তিন দিন অতীত হইলে সমাধি ভঙ্গের পর, তিনি ভগবৎ আদেশে সংসারে প্রত্যাগমন করেন এবং জগৎকে তাঁহার সাধন শিক্ষা দিয়া জগতের কল্যাণসাধন করেন। তিনি যে নাম পাইয়াছিলেন তাহাই শিখগণের একমাত্র জপ মন্ত্র। তাহা এই—এক ওঁ সতি নাম করতা পুরুখু নিরভও নিরবৈর অকাল মুরতি অজুনী সৈভং গুরু প্রসাদ। জপু! আদি সচ্ জুগাদি সচ্ হোভি সচ্ নানক হোসিভি সচ্।

এক ওঁকার তাহার নাম, সত্য তিনি কর্ত্তা. পুরুষ, নির্ভয়. বৈর-হীন, নিত্য. জন্মহীন, স্বয়ম্ভূ একমাত্র গুরু প্রসাদে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই তুমি জপ করিবে। তিনি জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সত্যস্বরূপে আছেন, যুগাদির সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি সত্যস্বরূপে

আছেন, তিনি বর্ত্তমানে সত্যস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন এবং তিনি ভবিষ্যতে ও সত্যস্বরূপে অবস্থান করিবেন। তিনি চারি অবস্থায় একরূপে অবস্থান করিতেছেন।

এই মন্ত্র মধ্যে ভগবানের, তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ উভয়ই নিহিত আছে। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও তুরীয় চারি ভাব এবং চারি অবস্থায়ও তিনি সত্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, শিখগণের মধ্যে পরমেশ্বরকে গুরু বলিয়া পূজা করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। পাঞ্জাবী ভাষায় শিষ্য শব্দ হইতে শিখ্ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, মূর্দ্ধন্য ষ কারকে পাঞ্জাবী ভাষায় খয়ের ন্যায় উচ্চারণ করে সেই জন্য শিষ্য শব্দ অপভ্রংশ হইয়া শিখ্ শব্দে পরিণত হইয়াছে। ভগবান গুরু, অপর সকলে শিষ্য।

গুরুনানক বলিয়াছেন—সমুদ্র বিলোড় শরীর হম্ দেখা,,এক চিজ্ অনুপ বিচ পাই। গুরুগোবিন্দ, গোবিন্দ গুরু হোই, নানক ভেদ ন ভাই।

ইহার অর্থ,—ব্রহ্মাণ্ডরূপ ভগবানের শরীর বিলোড়ন করিয়া আমি একমাত্র অনুপম, বস্তু পাইয়াছি যে ভগবান গোবিন্দই গুরু এবং গুরুই ভগবান গোবিন্দ, ইহাঁদের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই।

শাস্ত্রেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"পূর্ব্বেষামপি গুরু কালেনানবচ্ছেদাৎ। ২৬।১ পাতঞ্জল।

এই চারি অবস্থায় যে ভগবান গুরুরূপে শিক্ষা দিতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া সুখমনীতে প্রথমেই উক্ত হইয়াছে, "আদি গুরএ নমহ, জুগাদি গুরএ নমহ, সতি গুরএ নমহ, শ্রীগুরুদেবয়ে নমহ"। এই চারিভাব গুরুরূপী ভগবান প্রত্যেককে অন্তরে ও বাহিরে শিষ্যের কৃত্য করাইয়া লইতেছেন। এই গুরু আবার জ্যোতিঃস্বরূপ।

নানক যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভারত প্রদক্ষিণ করেন—তখন পুরীতে সমুদ্রের তীরে ভগবানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি যে আরতি করিয়াছিলেন, তাহাতে এই জ্যোতির বিষয় স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। সে আরতি অনেকের মনোরম হইবে বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

গগনমৈ থালু রবি চন্দ্র দীপক বনে, তারকামণ্ডল জনক মোতী। ধূপ মলয়ানলো পবন চবরো করৈ, সগল বন রাই ফুলন্ত জোতি। কৈসী আরতী হোই ভবখণ্ডনা, তেরী আরতী অনাহতা শবদ বাজন্ত ভেরী। সহস তব নৈন নন নৈন হহি তোহি কউ সহস মূরতি ননা এক তোহী সহস পদ বিমল, নন এক পদ গন্ধ বিনু সহস তব গন্ধ ইব চলত মোহী। সব মহি জোতি জোতি হৈ সোই তিস্‌দে চানণ সভি মহি চানণ হোই। গুরসাখী জোতি পরগট্‌ জোতি হোই জো তিস্‌ ভাবৈ সুআরতী হোই। হরিচরণ কমলমকরন্দলোভিত মনো অনদিনো মোহি আহী পিয়াসা। কিরপা জল দেহি নানক সারঙ্গ কউ হোই জাতে তেরৈ নাই বাসা। রাগধনাসরী "হে পরব্রহ্ম পরমেশ্বর,গগনরূপ থালে, রবি চন্দ্র,প্রদীপস্বরূপ হইয়াছে এবং তারকামণ্ডল মুক্তা সদৃশ শোভা পাইতেছে। সুগন্ধ মলয়ানিল ধূপস্বরূপ হইয়াছে এবং পবন চামর ব্যজন করিতেছে,সকল বনরাজি উজ্জ্বল পুষ্প প্রদান করিতেছে। হে ভবখণ্ডন, এইরূপে তোমার কেমন আরতি হইতেছে। অনাহত শব্দ সকল ভেরী বাজাইতেছে। তোমার সহস্র নয়ন অথচ তোমার একটীও নয়ন নাই। সহস্র মূর্ত্তি অথচ একটী মূর্ত্তিও নাই। সহস্র বিমল পদ অথচ একটীও পদ নাই। গন্ধ নাই, অথচ সহস্র তব গন্ধ এইরূপ তোমার মনোহর চরিত্র। সকলের মধ্যে যে

জ্যোতিঃ তাহাই তাঁহার জ্যোতিঃ। তাহার প্রকাশে সকলি প্রকাশিত হয়॥ গুরু সাক্ষাৎ হইলে, এই জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, যে সাধক যখন তাঁহাকে ভক্তি করে তখনই তাঁহার আরতি হয়। আমাব মন হরির চরণ কমলের মকরন্দে মুগ্ধ হইয়াছে, দিবানিশি আমি তাহারই জন্য তৃষিত। নানক চাতককে কৃপা-বারি প্রদান কর, যদ্বারা তোমার নামের মধ্যে আমার চিরকাল বাস হয়।”

কথিত আছে, নানকের এই আবতি ও স্তব শুনিয়া ভগবান আদেশ করেন নানক! আমার কৃপা তোমার উপর অজস্র। আমি তোমায় “অঙ্গ সঙ্গী” হইয়া সর্ব্বদা থাকিব। তুমি আমার দাস ও ভক্ত হইয়া আমার স্তুতিবাদ করিতেছ, এই জন্য আর ও প্রসন্নতা সহকারে তোমার বিশেষ সহায় হইব তুমি আমার অংশী অথবা সমান হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে চাহিতেছ না; এ কারণে আমি তোমার প্রার্থনা ও স্তব স্তুতি গ্রাহ্য করিতেছি। সমস্ত সংসারের লোক তোমার নামে প্রসিদ্ধ হইবে, যে কেহ তোমায় মহিমান্বিত করিবে আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইব।

গুরু নানক পরমেশ্বরকে প্রণাম করিলেন এবং এই সময় হইতে তিনি প্রচার ব্রতে ব্রতী হইলেন এবং জগতের উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে হরি নামে উদ্ধার করিবার উদ্দেশে অপূর্ব্ব আশা ও উৎসাহের সহিত চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এইরূপে তিনি তিনবার পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া পুনরায় সন্ন্যাসী বেশে নিজ দেশে প্রত্যাগত হন।

যখন নানকদেব সন্ন্যাসীর বেশে তালবন্তী গ্রামে জন্মস্থানে বালা ও মর্দ্দানার সহিত উপস্থিত হন, তখন তাঁহার পিতা কালু

খুল্লতাত লালু এবং তাহার মাতা ত্রিপতা তাহাকে গৃহে আনিবার জন্য বলেন এবং অনেক চেষ্টা করেন, তাহাতে নানক উত্তর করেন আমি অনেক ঘর পবিত্যাগ করিয়া এখন একটি সুখের ঘর পাইয়াছি এ ঘর ছাড়িয়া আর কোথায় যাব না। আমার পিতা মাতা ভাই বন্ধু সকলই পাইয়াছি। তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিব না। তাহাতে খুল্লতাত লালু উত্তর করিলেন, তোমার পিতা, মাতা তো এই এখানে উপস্থিত, তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন তাহাদিগকে ছাড়িয়া আবার কি পিতা মাতার কথা বলিতেছ ? তাহার কথা শুনিয়া নানক একটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন তাহার অর্থ এই "ক্ষমা আমার মাতা, সন্তোষ পিতা, সত্য আমার খুল্লতাত, তাহার সঙ্গে থাকিয়া আমার মন অজেয় হইয়াছে। হে লালু। এই সমস্ত গুণের কথা শ্রবণ কর, যে সকল লোক পাপের বন্ধনে আবদ্ধ তাহারা এ সমস্ত গুণেব কথা কিরূপে বলিবে ? ভক্তি আমার ভ্রাতা সর্ব্বদাই আমার সঙ্গী এবং প্রীতিই আমার জ্যেষ্ঠতাত, ধৈর্য্য কন্যা হইয়াছেন, তিনি কখনই আমার সঙ্গ ছাড়া হন না। সাধুগণ আমার সহচর, তাঁহাদেরই দ্বারা আমি সর্ব্বদা পরিবৃত থাকি। আমার মতিই আমার শিষ্য হইয়াছে এই প্রকার আমি কুটুম্ব সকল প্রাপ্ত হইয়াছি। সর্ব্বদাই আমি ইহাদের সহিত ক্রীড়া কবিয়া থাকি। ওঁকার স্বরূপ পরমেশ্বরই আমার পতি হইয়াছেন, যিনি আমাকে তাঁহার উপযুক্ত করিয়া লইতেছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যের আশ্রয় লইলে নানক কহেন অনেক দুঃখ পাইতে হইবে"।

এখানে নানকদেব স্পষ্টই বলিয়াছেন "এক ওঁকার হমারা খাবন্দ জিন্ হম বনত বনাই" এক মাত্র ওঁকার স্বরূপ পরমেশ্বরই

আমার পতি যিনি আমাকে তাঁহার জন্য উপযুক্ত করিয়া লই-তেছেন। এ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে প্রণব স্বরূপ পরমাত্মাই এক মাত্র উপাস্য। তাহার বাচ্য লইয়াই সাধন। প্রণবের যে চারি পাদ বা মাত্রা আছে তাহা নানক দেবের গুরু প্রণামে আমরা দেখাই-য়াছি। এই প্রণবরূপ স্বামীকে কেহ ত্যাগ করিবে না নানক দেব একটি শব্দে বলিয়াছেন "খাবন্দ বিসারহি তে কম্ জাতি" যে স্ত্রী আপন স্বামীকে বিস্মৃত হয়, সে স্ত্রী জাতি মধ্যে অতি নীচ।

কর্ম্ম—সম্বন্ধে নানকদেব বলেন এ তনুকে ক্ষেত্র শুভ কার্য্যকে বীজ ও এই মনকে কৃষক করুন। সত্য নামের জল সেচন করুন এবং স্বয়ং হরিকে হৃদয়ে স্থাপন করুন, নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইবেন। জপজীতে বলিয়াছেন "পুন্নী পাপী আখন নাহি, কর কর করণা লিখ্ লৈ জাহ। আমে বীজি আপহি খাহ, নানক হুমকে আবহু জাহ"। পুণ্য এবং পাপী বলিলেই পুণ্যাত্মা ও পাপী হয় না। কার্য্যের দ্বারা পুণ্যাত্মা ও পাপী হইয়া থাকে, প্রত্যেকেই কার্য্য করিয়া তাহার হিসাব সঙ্গে লইয়া যায় লোকে আপনি বীজ বপন করে এবং আপনি কার্য্যানুসারে ভোগ করিয়া থাকে।

নানকদেব ও গুরুগণ।

নানক তিনবার অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়া জগতে তাহার সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়া প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন, তাঁহার দেহত্যাগের পর তাহার প্রিয় শিষ্য নিজ অঙ্গস্বরূপ লেহনা তাঁহার প্রদত্ত অঙ্গদ নাম লইয়া দ্বিতীয় গুরুরূপে শিষ্য সমাজে পূজিত হন, তাঁহার গুরুভক্তি অতুলনীয়। তিনি "আশাদীবারে"

বলিয়াছেন, "যে সও চন্দা উগাবহি। সুরজ চড়হি হাজার, এতে চানণ হোদিয়া গুরু বিন্ ঘোর আঁধার"। যদি গগণে শত চন্দ্র এবং সহস্র সূর্য্যের আবির্ভাব হয়। ইহাতে বাহিরের অন্ধকার বিনষ্ট হইবে বটে, কিন্তু অন্তরের অন্ধকার গুরু বিনা চিরকালই আঁধার থাকিবে! তিনি ১৫ বৎসর কাল গুরু পদে থাকিয়া ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাহার পর অমর দাস গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি সাধারণকে বক্তৃতা দ্বারা মুগ্ধ ও সত্য পথে আকর্ষণ করিতে পারিতেন এই জন্য তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্য হইয়াছিল। তিনি "আনন্দজী" রচনা করেন এবং ২২ বৎসর গুরু-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন।

তৎপরে রামদাস গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্রাট আকবরকে মুগ্ধ করেন, তাহাতে আকবর তাঁহাকে এক খণ্ড ভূমি প্রদান করেন। তিনি তাহার মধ্যস্থলে এক সরোবর খনন করাইয়া "অমৃতসর" তাহার নাম রাখেন। সেই সরোবরের মধ্য-স্থলে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার "হরি মন্দির" নাম রাখেন, ইহাই এক্ষণে শিখগণের প্রধান তীর্থ স্থান। পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ ইহা সুবর্ণে বাঁধাইয়া দেন। প্রায় পৃথিবীর কোন দেবালয়ে প্রতিদিন প্রায় ২০ ঘণ্টা ব্যাপী ভজন এবং ধ্যান ধারাবাহিকরূপে তিন শত বৎসর আর কোথায় প্রচলিত নাই। শিখগণের ইহাই এখন প্রধান তীর্থ। পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনদেব, পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুগণের যে সকল অমূল্য উপদেশ ও ভজন ইতস্ততঃ, বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা একত্রে গ্রথিত করেন এবং তিনিই অন্যান্য ১৯ জন ভক্তের বাণী একত্র করিয়া স্বয়ং অসংখ্য ভজন রচনা করিয়া "গ্রন্থ সাহেব" প্রকাশ কারন। গ্রন্থ সাহেব সংগ্রহ শেষ

হইলে। তরণতারণ নামক স্থানে, উচ্চ রৌপ্য সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নিম্নস্থলে অর্জ্জুনদেব অবস্থান করিতেন, তাহাতে শিষ্যগণ বলিতেন, আপনি নিম্নাসনে অবস্থান করিতেছেন কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করেন, তোমার গুরুর চিন্ময় সূক্ষ্ম মূর্ত্তি স্থানীয় "গ্রন্থ সাহেব" এস্থলে বিরাজিত, তিনিই তোমাদের অধিক সম্মানের পাত্র। ভাবময় গুরু ইহাতে অধিষ্ঠিত। এই স্থূলদেহধারী গুরু অল্পকালে নষ্ট হইবে কিন্তু ভাবময় গুরু সূক্ষ্ম রাজ্যে চিরস্থায়ী।

এই কথার সার্থকতা, গুরু গোবিন্দ সিংহের পর বান্দার অকাল মৃত্যুর সময় যখন অপর কে গুরু হইবেন এই আদেশবাণী শুনিবার জন্য নিষ্ঠাবান শিখগণ, অকাল মূর্ত্তি ভগবানের শরণাগত হন, তাহাতে এই দৈববাণী হয় "আগ্যা ভয়ী অকালকী তবী চলিও পন্থ। সব শিখন্‌কো হুকুম হৈ গুরু মানিও গ্রন্থ"। ইহার অর্থ অকাল পুরুষের এই আজ্ঞা, যে প্রণালীতে শিখ পন্থী চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপেই চলিবে আর সকল শিখের উপর এই আদেশ আজ হইতে এই দশজন অবতাররূপ গুরুর স্থানে আর কেহ গুরু হইবেন না। এই গ্রন্থই গুরু স্থানীয় হইলেন, তোমরা ইহাকেই গুরু বলিয়া জানিবে"।

অর্জ্জুনদেব ২৪ বৎসর গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়া শেষে জাহাঙ্গীরের কারাগারে খস্‌রুকে সাহায্য করার জন্য অবরুদ্ধ হন এবং ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তৎপরে হরগোবিন্দ, হররায় হরকিষণ তিনজন গুরু স্থান অধিকার করেন। অনন্তর নবম গুরু তেগ বাহাদুর গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার বৈরাগ্য, জ্ঞান, নিষ্ঠা সকলের অনুকরণীয়। তাঁহার রচিত শব্দ অতি মধুর। আরঙ্গজেবের অত্যাচারে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, তাঁহার

উপযুক্ত পুত্র গুরুগোবিন্দ সিংহ পিতৃ হন্তাদের শিক্ষা দিবার জন্য শিখগণকে রীতিমত যুদ্ধ শিক্ষা দিয়া রণ-কুশল সৈন্যরূপে পরিণত করেন এবং অনেক যুদ্ধে নিজের বীরত্ব এমন কি নিজের প্রাণসম পুত্রগণকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি শক্তি সঞ্চয়ের জন্য নয়না দেবীর সম্মুখে হোম করিয়া দেবীকে সন্তুষ্টা করেন। এবং শিখগণের মধ্যে এক অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়া যান। বর্ত্তমান সময় কেবল প্রার্থনা বা উপাসনা করিলে হইবে না। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ সাধন করিতে হইবে এবং শক্তি সঞ্চয়ের জন্য বৈদিক কার্য্য যজ্ঞ, হোমাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং তাহা না করিলে শক্তির হানি এবং সাধনের পূর্ণতা লাভ হইবে না। ইহা তিনি আচরণ করিয়া সাধারণকে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন এবং সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবার জন্য সকলকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন।

নানকদেব যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহার মধ্যে আমরা ২।৪টি বর্ণন করিতেছি "পৃথিবীর পঞ্চতত্ব সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে ভগবান এই পৃথিবীকে ধর্ম্মশালা রূপে স্থাপিত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে জীব (জ্ঞানের পুতলি) করিয়াছেন। তাঁহারের নাম অনন্ত। কর্ম্ম করিয়া সেই জ্ঞান লাভ হয়। ভগবানের কৃপা ভিন্ন কিছুই হয়না। কিন্তু মানুষের নিজের করিবারও কিছু আছে। মানবের সমস্ত শক্তি ও দেব প্রসাদ এক হইবে কোথায়? ভক্ত হৃদয়ে। তাহা প্রস্তুত হয় কি প্রকারে? প্রথম সংযম। ২য়। ধৈর্য্যই স্বর্ণকার। ৩য়। বুদ্ধি—স্বর্ণকারের নেহাই। ৪র্থ। জ্ঞান, অস্ত্র। ৫ম। ভয় ফুকনি, যাহার দ্বারা বাতাস দিয়া আগুণ জ্বালা হয়। ৬ষ্ঠ। তপস্যা ও বৈরাগ্য অগ্নি ও তাহার উত্তাপ। ৭ম। ভাবরূপ ভাণ্ড। ৮ম

অমৃত। এই টাকশালে শব্দরূপ সত্য নির্ম্মিত হয়। ভগবানের কৃপায় ইহা হয়।

গ্রন্থ সাহেব।

শিখগণ অন্য কোন ঠাকুর দেবতা না করিয়া "গ্রন্থ সাহেবের" পূজা করিয়া থাকেন। গ্রন্থ সাহেবের মধ্যে কি আছে তাহার বিবরণ আমরা সংক্ষেপে দিতেছি।

প্রথম গুরু নানক যে সকল শব্দ ও ভজনাবলী রচনা করেন, তাহা শিষ্যগণের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ, তৃতীয় গুরু অমর দাস, চতুর্থ গুরু রামদাস যাহা রচনা করেন তাহাও মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনদেব সেই সকল একত্র সংগ্রহ করেন এবং (১) কবীর (২) ত্রিলোচন (৩) বেনী (৪) রুইদাস (৫) নামদেব (৬) ধনা (৭) শেখ ফরিদ (৮) জয়দেব (৯) ভীষণ (১০) সেন (১১) পীপা (১২) স্বধন (১৩) রামানন্দ (১৪) পরমানন্দ (১৫) সুরদাস (১৬) মীরাবাই (১৭) সত্যা (১৮) বলবন্ত (১৯) সুন্দরদাস। এই ১৯ জন ভক্তের বাণী সংগ্রহ করিয়া এবং নিজে অসংখ্য শব্দ রচনা করিয়া এবং পরবর্ত্তী ৯ম গুরুর শব্দাবলীর স্থান শূন্য রাখিয়া "গ্রন্থ সাহেব" সম্পূর্ণ করেন।

৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ ৭ম গুরু হররায় ৮ম গুরু হরকিষণ কোন বিষয় রচনা করেন নাই। ৯ম গুরু তেগ বাহাদুর বৈরাগ্য পূর্ণ অনেক শব্দ প্রকাশ করেন, তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। পঞ্চম গুরু এই গ্রন্থ সাহেব, সম্পূর্ণ করিবার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার

করেন। তাহার প্রধান সহায় ভাই গুরুদাস এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করেন এবং ভাই গুরুদাসের বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে আমার রচনা ইহার মধ্যে স্থান পায়। অর্জ্জুনদেব তাহার অহঙ্কারভাব দমন করিবার জন্য তাহার অনুমোদন করেন নাই। শেষে যখন ভাই গুরুদাসের নির্বেদ উপস্থিত হইল, তখন তিনি গুরুদেবকে বলিলেন, "আমার এতদূর অহং ভাব যে স্থানে গুরুগণ উপবেশন করেন, সেই স্থানে আমি উপবেশন ও তাঁহাদের ন্যায় সম্মানপ্রার্থী হইয়াছি, আমার ন্যায় অযোগ্য ও হীন কে আছে? ভাই গুরুদাসের এই কাতরোক্তি শুনিয়া অর্জ্জুনদেব যখন তাহার হৃদয়ের ভাব জানিতে পারিবেন, তখন বলিলেন তোমার রচনা আমি "গ্রন্থ সাহেব" মধ্যে দিতেছি; তখন জোড়হস্তে ভাই গুরুদাস ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিজের অযোগ্যতা দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন, তখন অর্জ্জুনদেব বলেন, আজি হইতে তোমার রচনা "গ্রন্থ সাহেবের কুঞ্জি" অর্থাৎ গৃহের চাবির ন্যায় ব্যবহৃত হইবে, তোমার গ্রন্থ না পড়িলে, গ্রন্থ সাহেবের অর্থ কেহ বুঝিতে পারিবে না। সেই হইতে "ভাই গুরুদাসকী বার" গ্রন্থ সাহেবের "কুঞ্জী" নামে বিখ্যাত হইল। ইহা অতি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম, পৌরাণিক আখ্যায়িকা উপলক্ষ্য করিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং সদসৎ কর্ম্মের দৃষ্টান্ত বহুল পরিমাণে উক্ত হইয়াছে, বস্তুতঃ সাধারণ লোকেরা যাঁহারা শাস্ত্রার্থ জানেন না, তাঁহাদের পক্ষে এ গ্রন্থ বিশেষ আবশ্যক। ইহাতে সে সকল বিষয় অতি সামান্য ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির জ্ঞান না হইলে গ্রন্থ সাহেবের মর্ম্ম গ্রহণ হওয়া সম্ভব নহে-এই জন্য অর্জুনদেব "গ্রন্থে সাহেবের কুঞ্জী" এই আখ্যা প্রদান করেন। এই গ্রন্থে সাধকের

জীবন ও বিভূতি সম্বন্ধে বর্ণন করিয়া ভাই গুরুদাস ৪০টি অধ্যায়ে শেষ করিয়াছেন।

দশম গুরু, গোবিন্দ সিংহ স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা "দশম পাতসাহাকা গ্রন্থ" নামে প্রসিদ্ধ। ১৬ খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লইয়া এইখানি সম্পূর্ণ হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন পাঞ্জাবী ভাষায় আরও এক খানি আধুনিক গ্রন্থ বিশেষ সম্মানের সহিত পঠিত হয় তাহা, কবিবর সন্তোষ সিংহ বিরচিত "সূরজ প্রকাশ"। ইহাতে তিনি দশজন গুরুর জীবন চরিত অতি নিপুণতার সহিত কাব্যাকারে রচনা করিয়াছেন। হিন্দি ভাষায় মহাত্মা তুলসীদাস রামায়ণ রচনা করিয়া, যে অমর কবির স্থান লাভ করিয়াছেন, কবিবর সন্তোষ সিংহ সেই স্থান লাভের উপযুক্ত পাত্র।

হবন।

জ্ঞানকাণ্ডীয় উপদেশ ও ভজন ব্যতিরেকেও শিখগণের মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডীয় হবন প্রথা প্রচলিত আছে ও ছিল। নানক পুত্র শ্রীচাঁদ উদাসী সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন, তিনি হোম করিতেন এবং উদাসী সম্প্রদায় এই হবনের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন আনুষ্ঠানিক শিখগণ এখনও প্রাতঃকালে অগ্নিতে আহুতি দিয়া তাহার পর সাংসারিক কার্য্যে রত হইয়া থাকেন, গুরু নানকের পর, অন্যান্য গুরুগণ এ কার্য্যে শিষ্যগণকে যদিও বিশেষ ভাবে আদেশ করেন নাই, দশম গুরু এই কার্য্য বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনী মধ্যে পাওয়া যায়। যখন শক্তি লাভের জন্য চণ্ডিকা নয়না দেবীর মন্দিরে পূজা আরম্ভ করেন, তখন জানিতে পা রা যায় গোবিন্দ সিংহ নিজে হবন করেন, আমরা তাঁহার জীবনী

হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি যথা "তখন আচার্য্য কেশবদাস গুরু-গোবিন্দকে ষোড়শাক্ষর চণ্ডিকার মন্ত্র বলিয়া দিলেন এবং অষ্ট-ভুজার ধ্যান করিতে অনুমতি দিলেন। গোবিন্দ যজ্ঞ কুণ্ডের পার্শ্বে পূর্ব্বমুখ হইয়া এবং আচার্য্য উত্তর মুখ হইয়া হোম করিতে বসিলেন। প্রথমে পাঁচ প্রহর ধরিয়া হোম করিলেন এবং এই প্রকাবে পাঁচ মাস গেল। "তৎপরে সওয়া সাত প্রহর কাল ব্যাপিয়া হোম করিতে আরম্ভ করিলেন এবং এই প্রকারে তিন মাস গেল, যখন এইরূপে হোম করিতেছেন, সেই সময় এক নিশীথে গুরু গোবিন্দ সিংহ স্বপ্ন দেখেন, যে দেবী যেন তাঁহাকে বলিতেছেন। "এই ভাবে চল তোমাকে দর্শন দিব" ইহাতে গুরু আরও উৎসাহিত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে দ্বাদশ প্রহর হোম করিয়া চারি প্রহর মাত্র বিশ্রাম লইতে লাগিলেন এই মত চারিমাস চলিল। তাহার পর দেবী শক্তি সাধনার জন্য তাহার অভিমত ব্যক্ত করেন তাহার ফলে খালসা সৈন্যের সৃষ্টি হয়।

এই যজ্ঞ (১৬৯৫ খৃঃ) সওয়া লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে সম্পন্ন হয়।

দেবীর দর্শন পাইয়া তিনি কৃতার্থ হন। (গুরু গোবিন্দ সিংহ ১৭৯ পৃষ্ঠা শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়) বর্ত্তমান সময়ে উদাসীগণ সম্মুখস্থ ধুনিতে দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া হবনের কার্য্য,অনুকল্পে করিয়া থাকেন।

পার্শী ধর্ম্ম।

প্রাচীন প্রধান ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে জোরোস্তার প্রচারিত (পারশীগণের মধ্যে প্রচলিত) পার্শী ধর্ম্ম অন্যতম। বেদ যে

ভাষায় লিখিত পার্শীগণের মূল গ্রন্থ আবেস্তা প্রায় সেইরূপ প্রাচীন বৈদিক শব্দের ঈষৎ বিকৃত ভাষায় রচিত হইয়াছে। 'আবেস্তার গাথা ও বৈদিক সূক্ত উচ্চারণ করিলে সাধারণ লোকে উভয়ের পার্থক্যই অনুভব করিতে পারে না। ইহাতে অনুমান করা যায় প্রাচীন, পারসী জাতি এবং আর্য্য জাতি এক মূল জাতি হইতে সমুৎপন্ন।

পার্শীগণের মূল গ্রন্থ, রাষ্ট্র বিপ্লবে অনেক নষ্ট হইয়া যায়। সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জেন্দ Zend ও পহ্লবী Palvi ভাষায়, অনেক অংশ অনুবাদিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে ইংরাজ প্রভৃতি পশ্চাত্য ইয়োরোপীয়গণের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে কেবল মাত্র গুজরাতি ভাষায় এদলজি কাঙ্গা অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন।

আবেস্তায় কয়েক খণ্ড পুস্তক আছে। এক একখণ্ড, স্বতন্ত্র পুস্তক বিশেষ। তাহার মধ্যে যশ্‌ন Jasna, সম্বন্ধে আমরা অতি সামান্য বিবরণ দিতেছি। আবেস্তায় যশ্ন শব্দ (পজেন্দ ভাষায় "যেজেশ্‌নে)" সংস্কৃত ভাষায় "যজ্ঞ"অর্থ বাচক। যশ্‌ন = শব্দের ব্যুৎপত্তি = যজ্‌ ধাতু হইতে = যজ ধাতুর অর্থ যজন, পূজন। যজ্‌ ধাতু হইতে যোগ শব্দও নিষ্পন্ন হইয়াছে। যোজ শব্দের অর্থ অতি গভীর। সংস্কৃত যুজ্‌ ধাতুর একত্র যোগ করা অর্থ ইহা ব্যবহৃত হয়। আবেস্তায় = যোজদাথ্রগর শব্দের অর্থ = যিনি আহুর মজ্‌দ সহিত একীভূত হইয়াছে অর্থাৎ সংস্কৃতে যোগী শব্দের যাহা অর্থ, তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে।

যশ্‌নের প্রথম অধ্যায়ে (হা) প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে "যোজ্‌দাথ গর" অর্থাৎ উপাসক প্রথমে আহুরমজ দের সহিত যুক্ত

হইবার জন্য তাঁহার গুণাবলীর স্মরণ করিয়া স্তব করিবেন,যে ভাবে স্তব পাঠ কবেন, তাহা দেখিয়া গীতার দশম, একাদশ অধ্যায়ের বিভূতি ও বিশ্বরূপ দর্শন মনে পড়িয়া যায়। সকল গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণের কথা বিশেষভাবে অঙ্কিত হইয়া যায় সেটি তাঁহার "সৌন্দর্য্য"। তাঁহার ন্যায় সুন্দর আর কেহ নাই। ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় সৌন্দর্য্য তাঁহার সৌন্দর্য্যের আভাস মাত্র। পারসিকগণের বিশ্বাস, যে আহুর্মজ্দ, মনুষ্য মূর্ত্তিতে বা অন্য কোন মুর্ত্তিতে আবির্ভূত হন না, কেবলমাত্র সূর্য্য বা অগ্নিতে তাহার আবির্ভাব হইয়া থাকেন, বৈদিক আবির্ভাবও এইরূপ।

হে আহুরমজ্দ। সকল জ্যোতির মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ, (খোরসেদ্ নিয়াযেশ) সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সার মূর্ত্তি সূর্য্যই আপনার অপর নাম।

আহুরমজ্দের পুত্রই অগ্নি (আতস্ নিয়ায়েস্) এই উক্তি আবেস্তায় বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পারসিকগণের "অগ্নি মন্দির" আহুর মজ্দের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আনুষ্ঠানিক পারসিকগণ প্রতি মাসে চারিদিন করিয়া এবং আদিবিহিস্ত এবং আদের মাসে চন্দন কাষ্ঠ লইয়া প্রতিদিন অগ্নি মন্দিরে গমন করিয়া থাকেন। প্রাচীনকালে অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখরে এই "অগ্নি মন্দির" প্রতিষ্ঠিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে যে স্থানে বহু লোকের বাস সেই স্থানে অগ্নি মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে ইহাতে পূর্ব্বকালে যেরূপ দেবতার সম্পূর্ণ প্রতীক রূপে "অগ্নি মন্দির" প্রতিষ্ঠিত হইত এখন আর সেরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

প্রতিদিন অগ্নি মন্দিরে যাইবার পূর্ব্বে, পারসিকগণ স্নান করিয়া

শুক্র বস্ত্র পরিধান করেন। আমাদের স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ শরীর পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করিবার জন্য এই সাধন। স্থূল শরীর পরিষ্কার করা, এবং ধৌত বস্ত্র পরিধান ইহার সূচনা করে মাত্র। স্নানের পর মন্দিরে যাইবার, সময় জুদিদন (অন্য বিধর্ম্মী) গণের সঙ্গ পরিহার এবং কোনরূপে বৃথা সময় ক্ষেপ না করিয়া, একমনে জ্যোতির ভাবনা করিতে ২ "অগ্নি মন্দিরে" গমন করিতে হয়।

এই সময়"হূকৃত" "হূমত" "হ্বর্শত""অর্থাৎ কায়মন ও বাক্যের পবিত্রতা রক্ষণ করিতে হয়, যগুপি, কায় মন ও বাক্যের পরিশুদ্ধি পারসিক ধর্ম্মের প্রধান সাধন এবং সমস্ত জীবনই এই সাধনায় অতিবাহিত করিতে হয়, তথাপি "অগ্নি মন্দিরে" যাইবারও অবস্থান করিবার সময় বিশেষ ভাবে ইহার উপর লক্ষ্য করিতে হয়। অগ্নির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইবাব পূর্ব্বে, সাধককে তিনটি অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়—প্রথম অগ্নিমন্দিরে প্রবেশের পথে—সাধকের পূর্ব্বকৃত্য সাধনের অনুষ্ঠান শেষ করিয়া—মন্দিরের ভিতরে বিস্তীর্ণ গৃহে প্রবেশ করিতে হয় এই প্রশস্ত গৃহ "অবিদ্যা প্রকোষ্ঠ" Hall of ignorance নামে খ্যাত।

এই স্থান হইতে সাধককে উপানৎ অর্থাৎ পাদুকা পরিত্যাগ করিতে হয় এবং নগ্নপদে গমন করিতে হয়। ইহার অর্থ আমাদের যে সকল আসক্তি আছে, তাহাই আমাদের অপবিত্রতা, মল, তাহা পরিহার করিতেই হইবে। এই পরিহার করিবার পর অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশের অধিকার হয়। এই প্রকোষ্ঠে (জ্ঞান প্রকোষ্ঠ Hall of Learing) রিক্তহস্তে কেহ প্রবেশ করে না, সকলকে চন্দন কাষ্ঠ হস্তে লইয়া প্রবেশ করিতে হয়, ইহার অর্থ পুণ্যকর্ম্মের সুগন্ধ সঞ্চয় না করিলে, কেহই তাহাতে প্রবেশ

করিতে পারেন না। সেই অন্তর্গত গৃহের অভ্যন্তর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে, তথায় চতুষ্কোণ এবং চূড়া বিশিষ্ট "গর্ভ" গৃহে উপনীত হওয়া যায়। ইহা "প্রজ্ঞা প্রকোষ্ঠ" Hall of Wisdom এই প্রকোষ্ঠেই "অষ" "পবিত্র অগ্নি", "যোজ্‌দাথ্‌গর" কর্তৃক রক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ চতুষ্কোণ গৃহের একটি মাত্র দ্বার আর তিন দিকে তিনটি বাতায়ন। প্রকোষ্ঠের ভিত্তিতে ভিতর দিকের "গোখলা" অর্থাৎ কুলুঙ্গীর মধ্যে বর্ষা, তরবারী প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র লম্বিত থাকে। এ অস্ত্র দ্বারা সাধকের আর কোন অনিষ্ট হয় না, কারণ সাধক এখন আর কাহারও অপকার করিতে সক্ষম নহেন। তিনি কাহারও উদ্বেগের কারণ হয় না এবং অপরের দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না।

সেই গর্ভ গৃহের এক কোণে একটি ঘণ্টা থাকে। গৃহের ঠিক দ্বারের বাহিরে একটি দীপ প্রজ্বলিত করিয়া রাখা হয়, এমন ভাবে রাখা হয়, যখন কোন সাধক সেই গৃহে প্রবেশ করিতে যাইবে, অমনি তাহার দৃষ্টি ঐ দীপের উপর পতিত হইবে, সেই দীপকে নমস্কার করিতে হয়। ইহার অর্থ এই জীবাত্মার জ্যোতি যাহা "হিরণ্ময় পরে কোষে" প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহারই ক্ষীণ আভা সূক্ষ্মভাবে অন্তপ্রকোষ্ঠে দেখিতে পাওয়া যায়। দীপের আভা = আমাদের মনের ভিতর দিয়া আত্মার যে ক্ষীণ জ্যোতি দেখিতে পাওয়া যায় = তাহারই পরিচয় মাত্র। বাহিরের বস্তু ও জ্ঞান অর্জ্জন করিতে মন সম্পূর্ণভাবে দক্ষ বটে কিন্তু অন্তস্তম বিনাশ করিতে সমর্থ নহে। অন্তরের দৈব অগ্নিই অগ্নি = আধ্যাত্মিক, পাবক অগ্নিই গর্ভ গৃহের = প্রজ্ঞা প্রকোষ্ঠের অগ্নি। এই গর্ভ গৃহ = হৃদ্‌ পুণ্ডরীক বেশ্ম।

এই গৃহের দ্বার দেশে=সাধক, হোতা, ও অগ্নিকে দেখিতে পান। হোতাই তাঁহার গুরু এবং অগ্নিই তাঁহাব আত্মা। সাধক এই গৃহ দ্বারে প্রণিপাত করেন এবং তাঁহার চন্দন কাষ্ঠ প্রদান করেন। সাধক যখন সেই গর্ভ গৃহে প্রবেশ করেন, তখন গুরুদেব ও ইষ্টদেবকে সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন করেন এবং তাঁহার শক্তি, সামর্থ, জ্ঞান ও মানসিক বৃত্তি পর্য্যন্ত তাঁহাদের চরণে সমর্পণ করেন। গুরুদেব সেই চন্দন কাষ্ঠ লইয়া এক পাত্রে রক্ষা করেন। এবং একটি চমস্ দ্বারা সেই কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া, অপর হস্তে সেই পূর্ব্বকথিত ঘণ্টা গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বাম হস্তে তিনবার মন্ত্র পাঠ করিয়া ও সেই ঘণ্টা বাজাইয়া প্রজ্বলিত যজ্ঞকুণ্ডে সেই চমসস্থিত কাষ্ঠ প্রদান করেন। শিষ্য কেবল মাত্র, শান্ত ও স্থির ভাবে সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং গুরুদেব যাহা শিক্ষা দেন তাহাই কেবল মনন করেন। এই স্থানে গুরু ও শিষ্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন হয়। গুরু সাক্ষাৎ ভাবে শিষ্যকে গ্রহণ করেন এবং তাহার নিদর্শনরূপে শিষ্যের সমস্ত কর্ম্মের প্রতীকস্বরূপ তাঁহার চন্দন কাষ্ঠ গ্রহণ করেন।

চমস্—আমাদের বর্ত্তমান চামচের ন্যায়। শুক্রগ্রহের প্রতীকও এই চমস্! চমসেব গোলাকার অংশটি আত্মা বা শক্তি এবং হাতোলটি ভূত বা প্রকৃতি। প্রকৃতি অপেক্ষা পুরুষ প্রবল। গুরুদেব, সেই চমসের দ্বারা চন্দন কাষ্ঠ যে অগ্নিতে প্রদান করিতেছেন, ইহাতে শিষ্যকে এই শিক্ষা দিতেছেন যে সাধক= শিষ্য. তাঁহার দেহ তাহার বাসনা, কামনা সমস্তই আত্মার দ্বারা নিয়মিত করিবে এবং আত্মা দ্বারাই তিনি তাহার সর্ব্ববিধ শক্তি, বৃত্তি এবং ব্যষ্টি স্বাতন্ত্র্যকে, পরমাত্মা স্বরূপ অগ্নিতে সমর্পণ

করিবেন। গুরুদেব তাঁহার হস্ত প্রসারিত করিয়া অগ্নিকুণ্ডের ভিতরে সেই চমসের উপর রক্ষিত কাষ্ঠ খণ্ড লইয়া এই শিক্ষা দেন, "তোমার পরম আত্মা এই অগ্নি, ইহার দিকে নিরীক্ষণ কর, মনঃসংযোগ কর, ইহার এক মাত্র ভক্ত হও, তোমার আত্মাতে তুমি অধিষ্ঠিত হও, তোমার পার্থিব প্রকৃতিকে এবং দেহগুলিকেও তুমি আয়ত্ত কর।

তাহার পর তিন বার ঘণ্টাধ্বনির অর্থ এই যে তুমি অতঃপর "অনাহত নাদ" শুনিতে পাইবে। এখন হইতে তুমি স্মরণ করিবে, এই "পরমেষ্ঠি অগ্নি"ই নাদ, শব্দ ও ব্রহ্ম এই অনাহত নাদ দ্বারা তুমি পরব্রহ্ম লাভ করিবে; এই শব্দই "অহুন্বর" শব্দ ব্রহ্ম "ওঁ"।

তদনন্তর হোতা=গুরুদেব অগ্নিকুণ্ড হইতে সামান্য ভস্ম চমস্ দ্বারা গ্রহণ করিয়া সাধকের নিকটে গমন করিলে, সাধক প্রণাম করিয়া সেই ভস্ম সামান্য মাত্র লইয়া ভ্রূমধ্যে কপোল দেশে গ্রহণ করেন। ইহার দ্বারা গুরুদেব এই শিক্ষা দেন, বৎস! তোমার যাহা কিছু আছে, তৎ সমস্তই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হইবে। ইহার পরিবর্ত্তে তুমি কিছুমাত্রও পাইবার আশা করিও না। তোমাকে ধুলিকণার ন্যায় হইতে হইবে, এই বিষয় স্মরণ রাখিবার জন্য ভ্রূযুগের মধ্যে এই ধুলিরূপ ভস্ম লেপন কর। এই স্বাতন্ত্র্য অহংকারকে নাশ কর এবং দীনভাব আশ্রয় কর তাহা হইলে তোমার গুরুকে ও আত্মাকে দেখিতে পাইবে! সর্ব্বদা স্মরণ করিবে তোমার শরীর গুলির ধ্বংস হইবে, দৃশ্য পদার্থ ও ধুলিতে পরিণত হইবে, কিন্তু এই অগ্নি, চিরদিন প্রদীপ্ত থাকিবে, চেতনা ও চিরকাল থাকিবে এবং তাহার ধ্বংস নাই। ভূতপদার্থ ও দৃশ্য জগৎ

বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে কিন্তু চেতনা সকলকে একত্রীকৃত করিয়া থাকে।

শিষ্য নিঃশব্দভাবে"শিক্ষা ব্রত"গুরুর নিকট জ্ঞাত হইয়া কেবল মাত্র "আন্স্ নিয়ায়েস্" অগ্নির গুণ গান করিয়া ও প্রার্থনা সমাপন করিয়া পুনরায় প্রণাম করিয়া পার্থিব কর্ম্ম সমাধার জন্য গমন করেন।

সাধক এই অনুষ্ঠান হইতে আরও শিক্ষা করিবেন, যে গর্ভ গৃহে অগ্নি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাকে "হিরণ্ময় কোষ" বলিয়া জানিবে। সেই গৃহের একটি মাত্র দ্বার আছে, তাহাতে জানিবেন যে আধ্যাত্মিক ও ভগবৎ রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে একমাত্র দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, তাহাই সেই প্রাচীন প্রজ্ঞার পথ। অন্য তিন দিকে যে বাতায়ন আছে, তাহা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা বা বিভিন্ন ধর্ম্মপন্থীগণ ভিন্ন ২ পন্থা দ্বারাও পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন বটে কিন্তু যতদিন বা যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজ ধর্ম্মের বৈশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য বিশ্বাস থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বাতায়নের লৌহ প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া অন্তর্গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না। নিজের সহিত অপরের অভিন্নতা পূর্ণরূপে বোধ হইলে তখনই প্রকৃত দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। সাধনায় পূর্ণত্ব লাভ না করিলে, অন্তর্গৃহে প্রবেশ লাভ হয় না। যোজদাথ্রগরই অর্থাৎ পূর্ণ যোগী এই গৃহ প্রবেশের অধিকারী। তিনিই নিজের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়াছেন, তিনি এক পথ, এক দ্বার একমাত্র "অষোই" পবিত্রতাকেই দ্বার করিয়া, তাহার দ্বারাই অন্তর্গৃহে প্রবেশ ও নির্গমন করিয়া থাকেন, যেরূপ উপনিষদে "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"আছে, সেইরূপ। অগ্নি জ্যোতিষ্ট যেরূপ স্থূল পদার্থ ভস্ম করিতে দক্ষম সেইরূপ সূর্য্যনারায়ণই পাপ তাপ নষ্ট করিতে সক্ষম।

পার্শীগণের আচার ও সংস্কার।

পার্শী বালক বালিকাগণকে ৭ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর মধ্যে উপনয়ন সংস্কার বা দীক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। সেই সময় দীক্ষিত বালকবালিকাকে উপবীত বা কুস্তি, এবং শূদ্রা অর্থাৎ শ্বেতবর্ণের রেসমী জামা পবিত্রতার চিহ্ন স্বরূপ প্রদত্ত হয়। কুস্তি, মেষ রোমে নির্ম্মিত ৭২টি সুতার দ্বারা রচিত হইয়া তিন গ্রন্থীতে কটিদেশে ধারণ করিতে হয়। তিন গ্রন্থীর অর্থ, কায় মন, বাক্যে পবিত্রতা রক্ষা করা। আর্য্যগণের ন্যায় পার্শীগণও চতুর্বর্ণে বিভক্ত আর্য্যগণের সামবেদের সাম গানের সহিত যেরূপ, হোম করার পদ্ধতি আছে পার্শিগণের মধ্যে "হোম যস্ত" গ্রন্থে ঠিক সেইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। পুরোহিতের নাম ও অথর্বা (সংস্কৃত অথর্ব্বন্),জেওতা হোতা, রথি অধ্বর্য্য। যজ্ঞে দুগ্ধ, ঘৃত, সমিধ হিন্দুর ন্যায়ই প্রদত্ত হইয়া থাকে, মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধের ন্যায় বিধি নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রার্থনা ও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

অগ্নিকে যে ভগবানের প্রতীকস্বরূপ পার্শি (দস্তুর) গণ প্রজ্জ্বালিত করেন। তাহা বিদ্যুদগ্নি হইতেই গৃহীত হইয়া থাকে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতম এবং দৈব প্রেরিত।

সেই অগ্নিকে নয়বার পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়া তাহার পর তাহাকে হোমের উপযোগী করিয়া লইয়া হয়। যদ্যপি কোন নূতন অগ্নি মন্দির স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত বিদ্যুদগ্নি না পাওয়া যায় ততদিন পর্য্যন্ত সে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ততদিন পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। আবেস্তার যে যশ্নের কথা প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে দেবোত্তম

মিথ্রের, স্রোসের (বরুণ দেবতা = চন্দ্র) অর্থাৎ সূর্য্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রগণের পূজারই বোধ উক্ত হইয়াছে। আহুর মজদা বলিয়াছিলেন যে, আমি সৃষ্টি প্রভৃতির ভার মিথ্রের উপর দিয়াছি অর্থাৎ সূর্য্যের উপরই তাঁহারই সৃষ্টি স্থিতির ভার ন্যস্ত আছে, অগ্নি (আহুর মজদার পুত্র) সেই জন্য তাঁহারই প্রতীক।

আর্য্যগণ ও পার্শিগণের এক মূল, শাখা হইতে ক্রমে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে তাহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম উপাসনার প্রণালী এক রকমের। দ্বিতীয়,—আচার ব্যবহার। তৃতীয়, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান। চতুর্থ, নামের একত্ব ও ভাষার একত্ব। অসুর শব্দ দেব অর্থে ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই অসুর শব্দ ইরান অর্থাৎ পার্শীগণের গ্রন্থে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে আর্য্যগণ, অসুর শব্দ অন্য অর্থে ও ব্যবহার করিয়াছেন। ইরানি ভাষায় স স্থানে হ উচ্চারিত হয়। অসুর হইতে অহুর হইয়াছে। সপ্ত স্থানে হপ্ত। বেরেথঘ্ন বৃত্রঘ্ন, বহিষ্ঠ, বশিষ্ঠ বরুণ বরুণ। শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন "ইরানীয়দিগের মধ্যে প্রধান দেব আহুর মজদ বরুণের প্রতিরূপ···বেদের বরুণকে অসুর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, বরুণ যেরূপ আদিত্যগণের মধ্যে একজন। অহুর মজদ সেইরূপ ইরানীয়দিগের "অংশস্পন্দদিগের" মধ্যে একজন। বেদে বরুণকে মিত্রের সহিত সর্ব্বদা একত্রে উপাসনা করা হয়, ইরানীয়দিগের অবেস্তায় আহুর মজদের নামের সহিত সর্ব্বদা মিথ্রের নাম সংযোজিত করা হয়। ৫৬ পৃষ্ঠা ঋগ্বেদ সংহিতা ১ম।

আদিম আর্য্যগণ উপাস্যদিগকে "অসুর" বা দেব বলিতেন। পরে সেই আর্য্যদিগের মধ্যে একটী বিবাদ ও বিচ্ছেদ হইয়া

দুইটী দল হইল, এবং এক দলের লোক অন্য দলের উপাস্যদিগকে নিন্দা করিতে লাগিল। সেই দুই দলের এক দল ভারতবর্ষে আসিলেন,তাঁহারা প্রাচীন আর্য্য হিন্দুগণ,অন্য দলে প্রাচীন ইরানীয়-গণ। ইরানীয়গণ উপাস্যদিগের সাধারণ নাম "অসুর" দিলেন এবং হিন্দুদিগের উপাস্য "দেব" গণকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং হিন্দুগণ উপাস্যদিগের নাম "দেব" দিলেন এবং ইরানীয়দিগের উপাস্য "অসুর"দিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কেবল উপাস্যদিগের সাধারণ নাম ধরিয়া এই পরস্পর নিন্দা চলিতে লাগিল, বরুণ মিত্র. অগ্নি, বায়ু, বৃত্রহন্তা, অর্য্যমা, সোম প্রভৃতি যাহারা প্রাচীন আর্য্যদিগের উপাস্য ছিলেন তাঁহাদের উপাসনা উভয় দলেই করিতে লাগিলেন। হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে "দেব"বলিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। ইরানীয়গণ তাঁহাদিগকে "অহুর" বলিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। সুতরাং কেবল "দেব" ও "অসুর" এই সাধারণ নাম লইয়া দুই দলে বিবাদ।

ঋগ্বেদে দেবগণকে স্থানে স্থানে পুরাতন আর্য্য "অসুর" নাম দিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ......আবার স্থানে স্থানে বৃত্র প্রভৃতি দেব শত্রুদিগকেই অসুর বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথম অষ্টক, ৫৩ পৃষ্ঠা।

বৃত্রের সহিত বৃত্রহন্তার যুদ্ধের গল্প প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল সুতরাং হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য আর্য্যজাতির মধ্যেও এই গল্প দেখা যায়। ইরানীয়দিগের "অবস্তায়" বৃত্রহন্তার অনেক উপাসনা আছে, আমরা এক অংশ উদ্ধৃত করিলাম। "অহুরের" সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্নকে (সংস্কৃত-বৃত্রঘ্ন) আমরা যজ্ঞ প্রদান করি।

জারাথস্ত্র, অহুরো মজ্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সদয়চিত্ত

অহুরো মজ্দ! হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পবিত্রাত্মা! স্বর্গীয় উপাস্য-দিগের মধ্যে কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী? অহুরো মজ্দ উত্তর করিলেন হে স্পিথিমা জারাথস্ত্র! অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্‌্ন (সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী) বায়ুকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি, এই বায়ুকে আমরা আহ্বান করি"।

"হূক্ত", "হূমত", "হ্বর্শত" বাক্য, কায় ও মনের পবিত্র-তাই পার্শিগণের প্রধান সাধনা! অগ্নির দ্বারা কায় বা শরীর শুদ্ধি, এবং সূর্য্যোপাসনা দ্বারা বাক্য এবং মন (বুদ্ধি) এই উভয়ই পরিশুদ্ধি লাভ করে। এই জন্য; পার্শিগণের অগ্নি ও সূর্য্য, দেহ, বাক্য ও মন পবিত্র করিবার একমাত্র আলম্বন।

ইস্‌লাম

ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদ, ৫৭০ খৃষ্টাব্দে ২৯ আগষ্ট কুরেস বংশে আরবদেশে, মক্কা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেই তাহার পিতার মৃত্যু হয় এবং তাঁহাকে প্রসব করিয়া কয়েক বৎসর মধ্যে মাতাও মৃত্যু মুখে পতিতা হন—পিতামহ, এই ধীর শান্ত, সৌম্য, সহিষ্ণু ও সকলের প্রিয় বালকটীকে মানুষ করিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে, পিতৃব্য আবু তালেবের হস্তে তাঁহার ভরণ পোষণের ভার পতিত হয়। তাঁহারই শিক্ষায় মহম্মদ বালককাল উত্তীর্ণ হইয়া নবীন যৌবনে (ব্যবসায় উপলক্ষে) তাঁহার কোন আত্মীয়ার কার্য্যে সিরিয়া দেশে গমন করেন এবং কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগত হন। তাঁহার আত্মীয়া তাঁহার অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠা হইলে

ও তাঁহার বিশ্বস্ততা, মিতব্যয়িতা, ও চরিত্রের মহৎগুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। তখন মহম্মদের বয়ক্রম ২৪ এবং খাদিজা সেই কর্ত্রী আত্মীয়ায় বয়ঃক্রম ৪০! উভয়ে আদর্শ স্ত্রী পুরুষ রূপে ২৬ বৎসর অতিবাহিত করেন তাহার পর খাদিজা প্রাণত্যাগ করেন। তখন মহম্মদের বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর। বিবাহের পর ১৫ বৎসর অতীত হইলে, তাঁহার জীবনের এক বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। এই ১৫ বৎসর তিনি মক্কাবাসীগণের নিকট "অল্ অমিন্" "বিশ্বাসী ভক্ত" নামে পরিচিত হন, তিনি পথে বাহির হইলে ছোট ছোট বালক বালিকাগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিত এবং তাঁহার মধুর কথা শুনিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিত, তাঁহার আদর না পাইলে সমস্ত দিন তাহারা অভাব বোধ করিত। প্রতিবেশীগণ, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন। বাহিরে এই সম্মান অভ্যুদয়ের মধ্যে ও তাঁহার অন্তরে এক মহা বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই ১৫ বৎসর তিনি ক্রমান্বয়ে নিকটবর্ত্তী মরুর নির্জ্জন প্রান্তরে গমন করিয়া, তথায় নিভৃত গুহায়, নিরন্তর ধ্যান ও প্রার্থনা করিতেন। এতদিন সাধনায় তাঁহার সন্দেহ নিরসন হইল না, এই জন্য হতাশ হইয়া গভীরভাবে প্রাণের ব্যাকুলতায় যখন তিনি মুহ্যমান, তখন অন্তরে শুনিতে পাইলেন "দয়ালু, দাতা, ঈশ্বরের নামে প্রার্থনা কর। ঈশ্বরের নাম প্রচার জন্য উঠ! প্রার্থনা কর, প্রচার কর।" তিনি মনে করিলেন আমারই মনের ভাব গুলি এইরূপে আমাকে বঞ্চিত করিতেছে, আমি যথার্থ প্রত্যাদেশ পাই নাই এ কেবল আমার অন্তর্মূর্ত্তির প্রকাশ মাত্র।" এই ভাবিয়া তিনি আরও সন্দেহ চিত্তে রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত করিয়া এক রাত্রি অত্যন্ত যাতনায় যখন তিনি প্রায় অজ্ঞান

পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে এক দিব্য জ্যোতিঃ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপস্থিত হইল। সেই জ্যোতি হইতে এক দিব্য জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পুনরায় বলিল, "উঠ মহম্মদ! তুমি ঈশ্বরের অনুগৃহীত প্রচারক। তুমি জগতে তাঁহার মহিমা প্রচার কর"। ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হইলে সেই দেবদূত তাঁহার সকল সন্দেহ দূর করিয়া দিলেন, সৃষ্টি রহস্য, জীব রহস্য, ঈশ্বরের এক-মেবাদ্বিতীয় ভাব, দেব তত্ত্ব, সকলই বুঝাইয়া দিলেন। শেষে আদেশ করিলেন ঈশ্বরের নামে এই তত্ত্ব জগতে প্রচার কর, সকলে গ্রহণ করিবে। এই আদেশ পাইয়া তিনি দ্রুতবেগে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। খাদিজা নিকটে ছিল তাঁহাকে সকল বিষয় খুলিয়া বলিলে খাদিজা বলিলেন, কেন তোমার কথা সকলে বিশ্বাস করিবে না? তুমি চিরকাল সত্যবাদী, কখন তোমার কথা মিথ্যা হয় না, জগতে সকলে তোমাকে জানে ঈশ্বর কখন ও তাঁহার প্রিয় বিশ্বস্ত ভক্তকে বঞ্চনা করেন না, তাঁহার আদেশ পালন কর, তিনি মঙ্গল বিধান করিবেন।" পত্নীর এই উৎসাহ বাক্যে তিনি প্রাণে বল পাইলেন। খাদিজাই তাঁহার প্রথম শিষ্যা, তাঁহার সহায়তায় তিনি প্রচার আরম্ভ করিলেন, এবং সাফল্য লাভ করিলেন। তাঁহার এত দিনের সাধনার ফল জগৎ-বাসী গ্রহণ করিল। এক্ষণে আমরা ইস্‌লামের উপদেশ ও সাধনা, ও দার্শনিকতা সামান্যভাবে বর্ণন করিতেছি।

এই ধর্ম্ম যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা "মুস্‌লিম" নামে খ্যাত এবং তাঁহাদের শাস্ত্র গ্রন্থের নাম "কুর আন্"। "কুর্ আনে" মহম্মদের সম্বন্ধে, মহম্মদ্ নিজে বলিয়াছেন, "কুল্ ইন্নমা আনা বশরুণ মিথ্‌লু-কুম্ য়ুহা ইলয্যা" ইহার অর্থ এই "আমি ও তোমাদের ন্যায়

একজন সামান্য মনুষ্য মাত্র,এই মাত্র বিশেষ যে আমি ভগবৎভাবে অনুপ্রাণিত মাত্র। (১৮।১১০) মহম্মদকে মুস্‌লিমগণ ভগবদ্‌ ভাবাবিষ্ট মনুষ্য বলিয়া সম্মান করেন। ইস্‌লামের চরম উদ্দেশ্য, পূর্ণ একতত্ত্বের অনুভূতি সাধন। এই আধ্যাত্মিক সাধনের পরিণতি যে রূপে লাভ করা যায়, তাহা ইস্‌লাম শাস্ত্রে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে "ইসলাম" শব্দের অর্থ বিচার করিলে জানা যায়, আরব ভাষায় "শরণাগতি" "সত্যানুসন্ধান "প্রপন্নভাব" এবং সকলগুণের অতীত দ্বন্দাতীত যে "অবস্থা" তাহাকে বুঝায়। এই "অবস্থা" বা "হাল" লাভ করিতে হইলে কি সাধনের ভিতর দিয়া তাহা লাভ করা যায়? "য়ুমিনূনা বিল্‌ গায়েব" "গুপ্ত" বা"অদৃশ্য"শক্তি দ্বারা। সেই "অদৃশ্য"বা"গুপ্ত" শক্তি কোথায়? সে তোমার ভিতরে রহিয়াছে। সে অদৃশ্য বা গুপ্ত কি? "আল্লাহু নূর অল্‌ সমারতি বল লাড" ইহা স্বর্গের মর্ত্তোর ও জ্যোতি আফ্‌তাফ্‌ ও মহতাফ্‌ তাঁহারই জ্যোতিঃ, অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্র। (২৪।৩৫) ইহা সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ। এ জ্যোতি ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারা যায় না এবং সাধারণ বিচার দ্বারা জানা যায় না। সকল লোকের বর্ণনার অতীত এ বস্তু মহান্‌।

সেই "অদৃশ্য"কে মর্ত্ত্য মানব কি উপলব্ধি করিতে পারে? তাহার ভিতর সে জ্যোতি কি প্রতিবিম্বিত হইতে পারে? হাঁ, পৃথিবীতে তাহার প্রতিভূ স্থানীয় প্রতিনিধি বর্ত্তমান আছেন।

কে তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং কি প্রণালীতে তাহা সাধন করিয়াছেন?

যাহারা "উস্‌" লাভের জন্য সাধন করিতেছেন "উস্‌" তাহা-

দিগকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেয় অর্থাৎ যাহারা জ্যোতির সাধন করেন, জ্যোতিই তাঁহাদিগকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেয়।

তাহার প্রণালী কি?

আল্লার (জ্যোতির) অনুসরণ কর যিনি ঈশ্বরের জ্যোতিতে, জ্যোতিষ্মান্, অন্তর্জ্যোতিতে দীপ্তিমান (রসূল) এবং যিনি অধ্যাত্ম রাজ্যের শিক্ষক নিয়ামক (শেখ) তাঁহাদের ও আদেশ পালন কর।

আত্মা (রু) কি?

ঈশ্বরের জ্যোতির অংশ। ঈশ্বরই পৃথিবী ও স্বর্গের জ্যোতি জ্যোতির সার পদার্থ ইহা ঠিক ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না সেই জন্য ইহার নাম অব্যক্ত।

সেই জ্যোতিঃ বা আল্লা কি আদেশ করেন? সকল সৃষ্ট প্রাণীই তাঁহাকে জানিবে এবং উপলব্ধি করিবে।

নিরন্তর (নমাজ) প্রার্থনা কর, প্রার্থনা দ্বারাই (জ্যোতির) তাহার সহিত গূঢ় ঐক্যতা স্থাপিত হইবে এবং তোমার ভিতরে যে প্রসুপ্ত শক্তি নিহিত আছে তাহারই উন্মেষ হইবে; তাহাতে সমতা ও একত্ব বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হইবে।

প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা কি?

প্রার্থনা দ্বারা তোমার বাহ্য আসক্তি দূরীভূত হইবে, অপবিত্রতা হইতে রক্ষা পাইবে এবং পবিত্র হইবে।

রসূল তোমায় কি শিক্ষা দেন?

তিনি ন্যায়পরায়ণতা, পরোপকার, দান, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে শিক্ষা দেন। তিনি চিত্ত শুদ্ধি করিয়া ঈশ্বরের সহিত একত্ব লাভ করাইয়া থাকেন।

শেখ্ কি শিক্ষা দেন ?

মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার অহঙ্কারের মৃত্যু সাধন করিতে হইবে=।লসা সংযত কর, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহ পরিশুদ্ধ কর—এই কার্য্য।াধন করিতে হইবে। তোমার অন্তরে যে নিদিধ্যাসন আছে াহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট! তাহার দ্বারা তোমার সকল সম্পদ লাভ হইবে! তোমার অন্তরে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে, তুমি নিজে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, তুমিই সকল জ্ঞানের আশ্রয়!

সকলের মূল "কুর আন" বলেন—আল্লা নুর অল্-সমারতি ।ল অর্ড। "ঈশ্বরই স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের জ্যোতিঃ" অর্থাৎ সমস্ত পদার্থই াহার বিকাশ।

"হুয়া উল, অব্বল্ বল্—আখিরু ব'ল—জাহিরু ব'ল্ ।তিন্" তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ক্রমে ক্রমে অভি-।্যক্ত হইতেছেন, তিনি সর্ব্বময়। তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনকর্ত্তা।

যিনি যথার্থ সৎ পথে বিচরণ করেন, তিনি জগতের ও নিজের ।হতসাধন করেন, আর যিনি অসৎ পথে বিচরণ করেন—তিনি জগতের ও নিজের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। সার উপদেশ এই (কুর-আন্)। মনুষ্যের মধ্যে মুস্‌লিম্, ইহুদী, খৃষ্টান ।াবিয়ান্ যে কোন সম্প্রদায় হউক না কেন, যদ্যপি একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন এবং সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার সৎকর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইবেন এবং তিনি ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত হইবেন।

সুরা এনামে, এব্রাহিমের সম্বন্ধে এরূপ উক্ত হইয়াছে "এবং এইরূপে আমি এব্রাহিমকে স্বর্গ ও পৃথিবী রাজ্য প্রদর্শন করিয়াছিলাম যেন সে বিশ্বাসীদিগের একজন হয়।" অনন্তর তৎপ্রাপ্ত

রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল, সে এক নক্ষত্রকে দেখিয়া, বলিল "ইহাই আমার প্রতিপালক", পরে যখন তাহা অস্তমিত হইল, তখন বলিল, "আমি অস্তগামী বস্তু সকলকে প্রেম করি না। ৭৭। অনন্তর যখন চন্দ্রমাকে সমুদিত দেখিল সে বলিল—"ইহাই আমার প্রতিপালক" পরে যখন তাহা অস্তমিত হইল; বলিল— "যদি পরমেশ্বর আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন—তবে আমি বিপথগামীদিগের একজন হইব। ৭৮। অনন্তর যখন সূর্য্যকে সমুদিত দেখিল সে বলিল—"ইহাই আমার প্রতিপালক ইহাই শ্রেষ্ঠ"। পরে যখন তাহা অস্তমিত হইল, সে বলিল—"হে লোক সকল, তোমরা যে অংশী স্থাপন কর নিশ্চয় আমি তাহা হইতে বিমুখ আছি"। ৭৯। যিনি দ্যুলোক ভূলোক সৃজন করিয়াছেন—তাঁহার দিকে নিশ্চয়ই আমি স্বীয় আনন সমুন্নত রাখিয়াছি, আমি সত্য ধর্ম্মাবলম্বী, আমি অংশীবাদী নহি। ৮০।

ইহা হইতে আমরা হিন্দুশাস্ত্রমতে দেখিতেছি বেদাদি ও গীতাশাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত আছে (পৃথিবী বা) অগ্নি, চন্দ্রমা, নক্ষত্র ও সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু তাঁহার জ্যোতিতেই সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রগণ জ্যোতিষ্মান হইয়া থাকে, তিনিই সকল জ্যোতির জ্যোতি। মুস্‌লিম ধর্ম্মেও সেইরূপ।

ভূলোক ও দ্যুলোক, স্থূল ও সূক্ষ্ম এই উভয়েরই তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা।

আত্মন্, মনঃ, বাক্যে ও কার্য্যে পরমেশ্বরের প্রসঙ্গে অনুরক্ত হওয়া কর্ত্তব্য ৩২।১। (৮২৩ পৃষ্ঠা বাঙ্গালা কোরাণ)।

মহাত্মা আলি বলিয়াছেন যে প্রত্যেক ঐশ্বরিক গ্রন্থের সারাংশ আছে। কোরাণের সারভাগ ব্যবচ্ছেদক বর্ণাবলী। "আলম্মা",

এই ব্যবচ্ছেদক বর্ণাবলী, ইহার ভাবার্থ, আগুন্ত মধ্যে অর্থাৎ "অ", এই বর্ণের অর্থ আওল (প্রথম) শব্দ উৎপত্তির আদি স্থান। "ল" এই বর্ণের অর্থ "লেসান" (রসনা) উৎপত্তি ভূমির মধ্য স্থান। "ম" ওষ্ঠাধর যোগে উচ্চারিত হয়, উহা শেষ স্থান। ইহা দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যে আগুন্ত মধ্য বাক্যে ও কার্য্যে অর্থাৎ কায়-মনবাক্যে পরমেশ্বরের প্রসঙ্গে অনুরক্ত হওয়া (দাসের) কর্ত্তব্য।

কোরাণে আরও উক্ত হইয়াছে যিনি গগনে গ্রহমণ্ডল, সকল সৃজন করিয়াছেন তন্মধ্যে দীপ (সূর্য্য) ও উজ্জ্বল চন্দ্রমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি মহিমান্বিত। ২৬।৬১। তিনি সূর্য্যকে প্রকাশ করিয়া তাহার পরিচয়ের উপায় করিয়াছেন।

আর ৬।২ আছে, সেই পরমেশ্বরের প্রশংসা, যিনি স্বর্গলোক ও ভূলোক সৃজন করিয়াছেন এবং অন্ধকার ও আলোক উৎপাদন করিয়াছেন, সেই ঈশ্বর স্বর্গে ও পৃথিবীতে আছেন, তিনি তোমাদের অন্তর ও বাহ্য জানিতেছেন এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক জ্ঞাত আছেন। ৪।

জ্যোতি সম্বন্ধে "সুরানরে" উক্ত হইয়াছে "পরমেশ্বর, দ্যুলোক ও ভূলোকের জ্যোতি; তাঁহার জ্যোতির উপমা, যথা গৃহে দীপ সংরক্ষণীয় তাক আছে তন্মধ্যে দীপ আছে, সেই দীপ কাচাধারে, সেই কাচাধার উজ্জ্বল নক্ষত্র তুল্য, কল্যান যুক্ত জয়তুন তরুর তৈল যোগে প্রজ্জলিত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশীয় নহে, তাহার তৈল যদ্বিচ তাহাকে অগ্নি স্পর্শ না করে, (তথাপি স্বতঃ) জ্যোতি দানে সমুন্নত হয়, জ্যোতির পরে জ্যোতিঃ হয়, যাহাকে ইচ্ছা করেন, ঈশ্বর আপন জ্যোতি দ্বারা পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ২৪।৩৫।

উষাকাল সুখের কাল! সাধনার সময়! এই সম্বন্ধে কোরাণে আছে। উষা সমাগম হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সুখপ্রদ ছায়ার কাল। নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার অন্তরের ক্লেশজনক ও নয়নের জ্যোতি-হারক এবং দিবাকরের দীপ্তি, বায়ুকে উত্তপ্ত করে ও চক্ষের উদ্বেগ জন্মায়। কিন্তু উষা কালে মৃদুতা প্রাপ্ত হয়। এই জন্য বিস্তৃত ছায়া স্বর্গীয় সম্পদ বিশেষ রূপে পরিগণিত হইয়াছে। কোরাণে কমর (চন্দ্র) শম্‌স্ (সূর্য্য) নহ্‌ব (অগ্নি) এবং নুর (জ্যোতিঃ) নামে পৃথক পৃথক চারিটি অধ্যায়ই (সুরা) বিদ্যমান, ইহা পাঠক দেখিতে পাইবেন।

সুরা নহল, (তফ্‌সির হোসেনী) ১২৫ বলা হইয়াছে, ত্রিবিধ প্রণালীতে ঈশ্বরের পথে লোকদিগকে আহ্বান করা হইয়া থাকে। বিজ্ঞান, উত্তম উপদেশ ও বিতর্ক। বিজ্ঞান বিশেষ আহ্বানের জন্য; সদুপদেশ সাধারণ সৎপথ প্রদর্শন জন্য; বিতর্ক, শত্রু-দিগের পরাস্ত করিবার জন্য। এই ত্রিবিধ পদ হকিকত, তরিকত, সরিয়ত। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বর হইতে যে সত্য লাভ হয় তাহা বিজ্ঞানমূলক হকিকত; প্রেরিত পুরুষ যোগে যে সত্য লাভ হয়, সদুপদেশমূলক তরিকত। শাস্ত্রীয় নিষেধ বিনিযুক্ত প্রমাণাদি শরিয়ত।

"মহম্মদ সরফরাজ হোসেন কারী" প্রণীত "ইসলাম" নামক গ্রন্থে আলী তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসনকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই।

যে বুনাজ্জে কিকৃরুক থাকা য়াকফিক দাউন ব, দেব্বাওন্, ফীক্ অন্ত জেসমিন্ সগ্নিরুনহুব থীকা আলমুন কবিরুণ অন্ত উম্ম অস কিটাব!

হে আমার পুত্র ! তোমার পক্ষে, তোমার অন্তরে তোমার নিজের ধ্যানই যথেষ্ঠ। তোমারই ভিতরে রোগ ও তাহার প্রতিকার উভয়ই বিদ্যমান। তুমি এই সাড়েতিন হাত অবয়ব বিশিষ্ট দেহ হইলেও তোমার ভিতরে এই বিরাট, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান। তুমি পুস্তকাদির প্রণয়ন কর্ত্তা ! ৪৭ পৃষ্ঠা।

বাহিরে যে রূপ, পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্য লইয়া ব্রহ্মাণ্ড, এবং মানুষের অন্তরেও সেইরূপ। উক্ত গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠার "আমি কে ?" এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত হইয়াছে "আমি দেহ নহি, আমি ইন্দ্রিয় নহি, এবং আমি মনও নহি"। শরীরের ভিতর দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন এই তিনটি ভেদ আছে। ইহার অতীত রূপে আত্মা "নূর" অবস্থান করিতেছে। এই তিনটি পদার্থই বাহিরে পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্য রূপে অবস্থান করিতেছে। এই সঙ্গে শিষ্য শিক্ষা করিবেন যে (১) এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট। (২) সকল পদার্থের যে সকল গুণ দেখিতেছ বাস্তবিক তাহা ঈশ্বরের গুণাবলী। (৩) এবং এই পরিদৃশ্যমান পদার্থ প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের সত্তায় অবস্থিত। তাহার প্রভাবে সকল অন্ধকার বিদূরিত হয় এবং পূর্ণ জ্যোতি স্বরূপে তাঁহার বর্ত্তমানতা অনুভব করিবে। সাধক সেই জ্যোতিতে মিলিত হইবেন। তাঁহার দুঃখ সুখ আর তাহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না।

উপসংহার।

কয়েক প্রকার প্রচলিত প্রধান ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, যে সৌরজগৎ অসংখ্য। এক একটি নক্ষত্র এক একটি সৌরজগৎ।

। এই স্থূল পৃথিবী,চন্দ্র,সূর্য্য,এবং নক্ষত্রাদি যাহা আছে তাহার

অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল, বায়ু, দিক্ সকল কাল, আত্মা ও মন—এই যে সান্ত ও অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় "ত্রিজগৎ" যাহা হইতে জন্মলাভ করে, প্রতিপালিত হয় এবং অন্তে যাঁহাতে প্রবেশ করে, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

তন্ত্র শাস্ত্র মধ্যে পূজার অঙ্গরূপে এই অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্যের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি পূজার প্রারম্ভে শংখ স্থাপন সময়েও প্রণবের মাত্রার সহিত এই তিনের উল্লেখ আছে। যথা—

স বিন্দুনা মকারেণ তদাধারোগ্নি মণ্ডলম্,
সংপূজয়েদকারেণ শঙ্খেচাদিত্যমণ্ডলে।
উকারেণ জলে সোমণ্ডলঞ্চ তথার্চ্চয়েৎ,
তীর্থ মাত্রেণ তীর্থা ন্যাবাহয়েচ্চার্কমণ্ডলাৎ।

সানুস্বর মকার দ্বারা সেই আধারে অগ্নি মণ্ডলের অর্চ্চনা করিবে। সানুস্বর অকার দ্বারা, শঙ্খে "আদিত্যমণ্ডলে এবং সানুস্বর উকার দ্বারা সলিলে চন্দ্র মণ্ডলের অর্চ্চনা করিবে। অগ্নি যে পৃথিবী স্থানে বসিয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

দ্বিতীয় ভাগে সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে "ত্রিলোক মহাভূতের অন্তর্গত" পৃথিবী জল ইত্যাদি পঞ্চ মহাভূত তন্মাত্রে প্রবেশ করে—"তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে বিশ্ব=জগৎ=ত্রিভুবন, =ত্রিলোক। তাহা হইলে ত্রিলোকের পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত এবং ত্রিলোক মহাভূতের অন্তর্গত বলিলে আমরা কি বুঝিব ? পৃথিবী, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ স্থূল ভূতকে যদ্যপি ত্রিলোকের পৃথিব্যাদি বলা যায়, তাহা হইলে সমগ্র পঞ্চ ভূতাত্মক পৃথিবী হইল, এক লোক বা ভুবন এবং চন্দ্র হইলেন দ্বিতীয় লোক, সূর্য্য-